ফেরকাতোন নাজিন

বা

সত্য ফেরকা নির্ব্বাচন

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন ইমামুল
হুদা হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী

আলহাজ্জ হজরত মাওলানা-

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী খ্যাতনামা
পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, ফকিহ্‌ শাহ্‌সুফী
আলহাজ্জ হজরত আল্লামা-

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্‌সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও

বশিরহাট "নবনুর প্রেস" হইতে মুদ্রিত।
১ম সংস্করণ সন ১৯২৫ সন ইং
৪র্থ সংস্করণ সন ১৪০৮ সাল
৫ম সংস্করণ ১৯২৫ সন ইং (বাংলাদেশে ১ম)

সাহায্য মূল্য ৫০ টাকা মাত্র।

বইয়ের নাম

....

....

প্রকাশক ঃ পীরজাদা মোহাম্মাদ শরফুল আমিন
পরিবেশনায় ঃ মোঃ শাহাবুদ্দিন
মোবাইল নং ঃ ০১৯১৮-৫২৪৩২৪, ০১৮৩৬-৫৯৪০১৯
প্রকাশকাল ঃ
১ম সংস্করণ ঃ ১৯২৫ খ্রীঃ
৫ম সংস্করণ ঃ ২০১৫ খ্রীঃ (বাংলাদেশে ১ম)

পাইবার স্থান ঃ

১। মাজেদিয়া লাইব্রেরী
মাওলানা বাড়ী, বশিরহাট উত্তর ২৪ পরগণা, ভারত।

২। খানকায়ে হামিদিয়া সিদ্দিকিয়া মহল্লা
মাগুরা দরবার শরীফ, মাগুরা।

৩। মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, ঢাকা।
মোবাঃ ০১৭১০-৭৮২১৪৬

৪। মুহাম্মাদ বদরুল আমিন, দারুন্নাজাত
সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা
মোবাঃ ০১৯৩১-৭২৮১৮৯

৫। মাদ্রাসা লাইব্রেরী
বড় বাজার সড়ক, সাতক্ষীরা।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على سيدنا
محمد و آله و اصحابه اجمعين *

□ فرقة الناجين □

ফেরকাতোন-নাজিন

বা

সত্য ফেরকা নির্ব্বাচন

কোরআন সুরা আনয়াম ;-

وَ اَنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ـ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ ـ سورة انعام ★

"এবং নিশ্চয় ইহা আমার সত্য পথ, অনন্তর তোমরা উহার অনুসরণ কর এবং তোমরা অন্যান্য পথগুলির অনুসরণ করিও না, যেহেতু উক্ত পথগুলি তোমাদিগকে তাহার (খোদার) পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে।"

তফসির আহমদী, ৪০৪ পৃষ্ঠা ;-

هذا اشارة الي ما تقدم في السورة من اثبات التوحيد
و النبوة و بيان الشرائع يعني ان كل هذا المذكور

صراطي مستقيما فاتبعوا هذا السبيل فقط و لا تتبعوا السبل الاخر من الرسوم البدعية و الاديان المتقدمة و غير ذلك مما ينافى دين الاسلام . تفسير احمدى ٢٠٣

"ইহা (এই পথ) বলিয়া উক্ত সুরার প্রথমে অহদানিয়ত (খোদার একত্ব) ও নবুয়ত (পয়গম্বরি) সপ্রমাণ করনার্থে এবং শরীয়তের ব্যবস্থাগুলির বিবরণ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে, অর্থাৎ উল্লিখিত সমস্ত বিষয় আমার সত্যপথ, কাজেই তোমরা কেবল এই পথের অনুসরণ কর এবং বেদয়াত নিয়মগুলি, প্রাচীন ধর্ম্মগুলি ও ইসলাম ধর্ম্মের বিপরীত অন্যান্য পথ সকলের অনুসরণ করিও না।" মূলকথা, উক্ত সুরায় উল্লিখিত হইয়াছে, তোমরা শেরেক করিও না, পিতা মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও, ন্যায় বিচার করিও অঙ্গীকার পূর্ণ করিও, সন্তান হত্যা ব্যাভিচার (জেনা) ও নরহত্যা করিও না, পিতৃহীন বালকের অর্থ আত্মসাৎ করিও না, তৌল-দাঁড়িতে কম বেশী করিও না। তৎপরে আল্লাহ বলিয়াছেন, এই সমস্ত আমার সত্য পথ, ইহা ত্যাগ করিয়া অন্যান্য দীন ও বেদয়াত মত অবলম্বন করিও না। মেশকাত, ৩০ পৃষ্ঠা,-

خط لنا رسول الله صلعم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه و عن شماله و قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه و قرأ و ان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه - الاية مشكوة صفه ٣٠ □

"(হজরত) রাছুলোল্লাহ (ছাঃ) একটি রেখাপাত করিয়া বলিলেন, ইহা আল্লাহতায়ালার পথ তৎপরে তিনি উহার ডাহিন এবং বাম

দিকে কয়েকটি রেখাপাত করিয়া বলিলেন, এইগুলি কয়েকটি পথ, তৎসমস্তের প্রত্যেক পথে এক একটি শয়তান (লোকদিগকে) উহার দিকে আহবান করিয়া থাকে। তৎপরে হজরত উল্লিখিত আয়তটি পাঠ করিলেন।" হাদিছের অর্থ এই যে, সুন্নত-অল জামায়াতের পথটি আল্লাহতায়ালার মনোনীত পথ, তদ্ব্যতীত শেরেক ও বেদয়াত সমন্বিত অন্যান্য পথগুলি শয়তানদিগের পথ। মেশকাত, ৩১ পৃষ্ঠা:-

وَاِنَّ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰي ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً
وَتَفْتَرِقُ اُمَّتِيْ عَلٰي ثَلٰثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ
اِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا مَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ
ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ
الْجَمَاعَةُ ٥ مشكوة صفحة ٣١ ✪

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় ইস্রাইল বংশধরগণ ৭২ দলে বিভক্ত হইয়াছিল এবং আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হইবে, একদল ব্যতীত তাহাদের সমস্ত দোজখে (পতিত) হইবে, সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ একদল কাহারা হইবে? হজরত বলিলেন, আমি ও আমার সাহাবাগণ যে মতে আছি এই মতাবলম্বী দল উক্ত বেহেশতী ফেরকা। আর এক রেওয়াএতে আছে,

৭২ দল দোজখী হইবে এবং একদল বেহেশতী হইবে। উক্ত বেহেশতী দল আলেম ও ফকিহ সম্প্রদায় হইবে”

মেরকাতের ১/২.৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ,-

যাহার হজরত নবি (ছাঃ) ও তাঁহার সত্যপথ প্রাপ্ত খলিফা গণের সুন্নতের দৃঢ় অনুসরণকারী তাহারাই সুন্নত-অল জামায়াত নামে অভিহিত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহারা হজরত নবি (ছাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণের অনুরূপ মত (আকিদা) ও রীতি নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই নাজি ফেরকা, ইহা এজমা কর্ত্তৃক বুঝা যাইবে, মুসলমান আলেমগণ যে ফেরকার উপর এজমা করিয়াছেন, তাহারাই সত্যপথগামী, তদ্ব্যতীত সমস্তই বাতীল। আশে'য়া' তোল-লাময়াত,১/১৫১ পৃষ্ঠা.-

সুন্নত জামায়াতই নাজি ফেরকা, কেননা অসংখ্য প্রমাণে ও হাদিছ সমূহের অনুসন্ধানে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, সাহাবা, ও তাবেয়ি তাবাতাবেয়িগণ এইরূপ আকিদা (মত) ও তারিকা অবলম্বী ছিলেন, বেদয়াত মতগুলি প্রথম জামানার পরে সৃষ্টি হইয়াছে. সাহাবা ও প্রাচীন তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়িগণ এই বেদয়াত মতধারী ছিলেন না। সেহাহ লেখক বা অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ চারি এমাম বা তাঁহাদের সমশ্রেণীগণ সুন্নত জামায়াতের অনুরূপ মজাহবধারী ছিলেন। আশায়েরা ও মাতুরিদিয়া (আকায়েদ তত্ত্ববিদ) সম্প্রদায় তাঁহাদের মজহাব সকল হজরতের সুন্নতগুলি ও প্রাচীন বিদ্বানগণের এজমায়ি নত সুদৃঢ় করিয়াছেন, এই জন্য এই ফেরকার নাম সুন্নত ও জানায়াত স্থিরীকৃত হইয়াছে, ইহাদের মজহাব ও বিশ্বাস প্রাচীন। হজরত নবি (ছাঃ) এর হাদিস সমূহের তাবেদারি ও প্রাচীন বিদ্বানগণের পদনুসরণ করা তাঁহাদের রীতি। তাঁহাদেরা নিতান্ত আপত্তিজনক কারণ ব্যতীত সকল স্থলে কোরআন ও হাদিছ সমূহের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মো' তাজেলা ও শিয়াদের ন্যায়. তাঁহারা ফিলেকফি দলের মত ধারণ করেন না এবং বাতীল মতগুলির উপর আস্থা স্থাপন করেন না। প্রাচীন পীর বোজর্গগণ এই মজহাবের অনুসরণকারী ছিলেন, তাঁহাদের ও সুন্নত জামায়াতের সত কই প্রকার। পূর্ব্ব পশ্চিম দেশের হাদিস, তফসির আকায়েদ,ফেকহ. তাছাওয়ফ ইতিহাস ইত্যাদির কেতাবগুলি অনুসন্ধান করিলে,ন্যায় পরায়ণ বাক্তি ইহা বুঝিতে পারিবেন।"

মাজাহেরে-হক.১/৮১ পৃষ্ঠা,-

"নাজি ফেরকাকে জামায়াত বলা হইয়াছে, উহার অর্থ আলেম ও ফকিহ সম্প্রদায়! এইরূপ মেরকাতের ১/২০৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,- "জামায়াত এক বেহেশতী ফেরকা, জামায়াতের অর্থ আলেম ও ফকিহ সম্প্রদায় যাহারা ক্ষুদ্র বৃহৎ বিষয়ে হজরতের সুন্নতের তাবেদারী করিতে সমবেত হইয়াছেন এবং তাঁহার শরিয়তের পরি- বর্ত্তন করেন নাই "

তাকমেলায় নাজমায়োল বেহার, ৩৩ পৃষ্ঠা,-

و واحدة فى الجنة و هى الجماعة قال اهل العلم هم اهل الفقه و العلم - تكملة مجمع البحار صفحة ٣٣ •

" হজরত বলিয়াছেন, এক ফেরকা বেহেশতী হইবে, উহা জামায়াত নামে অভিহিত। বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, ফকিহগণ ও আলেমগণই উক্ত জামায়াত সহিহ বোখারি, ২/১.৯২ পৃষ্ঠা,-

و مما امر النبي صلعم بلزوم الجماعة و هم اهل العلم -
صحيح بخاري ٢/١٠٩٢ •

হজরত নবি (ছাঃ) জামায়াতের তাবেদারী ওয়াজেব হওয়ার হুকুম করিয়াছেন, আলেমগণই জামায়াত হইবেন।

ফৎহোল বারি, ১৩/২৪ পৃষ্ঠা,-

المراد بالجماعة اهل الحل و العقد من كل عصر قال الكرمانى مقتضى الامر بلزم الجماعة انه يلزم المكلف متابعة ما اجمع عليه المجتهدون - فتح البارى ١٣/٢٤٥

"জামায়াতের মর্ম্ম প্রত্যেক জামানার দায়িত্বসম্পন্ন আলেমগণ। কেরমানি বলিয়াছেন জামাতের তাবেদারি ওরাজেব হওয়াার অর্থ এই যে, মোজতাহেদগণ যে বিষয়ের প্রতি একমত হইয়াছেন, তাহার তাবেদারি করা সজ্ঞান সক্ষম বালেগের প্রতি ওয়াজেব।

মেশকাত, ৪৬১ পৃষ্ঠা,-

تلزم جماعة المسلمين و امامهم - مشكوة صفحه ٤٦١

"তুমি মুসুলমানগণের জামায়াতের ও তাহাদের এমামের তাবেদারি ওয়াজেব জানিও।"- হাদিছ

মেশকাত, ৩১ পৃষ্ঠা,-

و عليكم بالجماعة والعامة - مشكوة صفحه ٣١

"তোমাদের প্রতি বৃহৎ দল আলেমের তাবেদারি ওয়া-জেব।"-হাদিছ।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা,-

من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه - مشكوة ٣١ □

" যে ব্যক্তি এক বিঘত জামায়াত ত্যাগ করিল, সে ব্যক্তি ইস- লামের রজ্জুকে নিজের গ্রীবাদেশ হইতে খুলিয়া ফেলিল।" হাদিস

মেশকাত. ৩ পৃষ্ঠা,-

ان الله لا يجمع امتى على ضلالة و يد الله على
الجماعة و من شذ شذ فى النار- مشكوة ٣٠

"নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মতকে গোমরাহির উপর একত্রিত করিবেন না। আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ আলেম সম্প্রদায়ের উপর রহিয়াছে, যে ব ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করিল, সে ব্যক্তি একা দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে।"-হাদিছ।

আরও ৫৫৪ পৃষ্ঠা,-

"তোমরা আমার সাহাবাগণের সম্মান কর, কেননা তাঁহারা তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্টতম, তৎপরে যাহারা আসিবেন (অর্থাৎ তাবেয়িগণ), তৎপরে যাহারা আসিবেন (অর্থাৎ তারাতাবেয়িগণ), তৎপরে মিথ্যা প্রকাশ হইবে, এমন কি একজন লোক শপথ করিবে, অথচ তাহার শপথ গ্রহণ করা হইবে না ও সাক্ষ্য দিবে, অথচ তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে না। সাবধান! যে বেহেশতের মধ্যম উৎকৃষ্ট স্থান লাভের বাসনা করে, সে ব্যক্তি যেন জামায়াতের তাবেদারি, ওয়াজেব করিয়া লয়।" -হাদিছ।

মেরকাত, ৫/৫২১ পৃষ্ঠা :-

অধিকাংলেশ সাহাবা, তাবেয়ি ও প্রাচীন বিদ্বানগনের পথ অবলম্বন করা বেহেশতবাসি হওয়ার একমাত্র পথ।

তাকমেলায়-মাজনায়োল বেহার, ৩৩ পৃষ্ঠ ,-

"সাহাবা, তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়িগণের পথকে জামায়াত বলা হইয়াছে।

তফসিরে আহমদি, ৪০৭ পৃষ্ঠা-

فنقول بالتحقيق و الصدق من كان على طريق السنة

و الجماعة اى تابعا لما كان عليه الصحابة و التابعون و مضى عليه السلف الصالحون - تفسير احمدي ٤٠٧ ●

"আমি ন্যায্য ও সত্যপরায়ণতার সহিত বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি সুন্নত অল জামায়াতের পথাবলম্বী অর্থাৎ সাহাবা, তাবেয়ি ও প্রাচীন নেক লোকদিগের পথের অনুসরণকারী হয়, সেই ব্যক্তি বেহেশতী ফেরকা ভুক্ত হইবে।" মেরকাত ৫/৫২০ পৃষ্ঠা- সাহাবাগনের জামানা ১২০ হিজরী তাবেয়িগণের জামানা ১৭০ হিজরী ও তাবাতাবেয়িগণের জামানা ২২০ হিজরী অবধী ছিল, ইহার পরেই বেদয়াত মতগুলি প্রবলভাবে প্রকাশ হইয়াছিল।"

বড়পীর সাহেব 'গুনইয়াতত্তালেবিন' কেতাবের ২০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-

"এই ভিন্ন ভিন্ন দলে উম্মতের বিভাগ হজরত বা তাঁহার চারি খলিফার জামানায় হইয়া ছিল না, ইহা বহু বৎসর গত হওয়ার পরে, সাহাবাগণ, তাবেয়িগণ, মদিনা শরিফেও সাতজন ফকিহ, কয়েক জামানা অবধি অন্যান্য শহরের আলেম ও ফকিহগণের মৃত্যুর পরে এবং সামান্য সংখক ব্যতীত উপরোক্ত আলেম ও ফকিহগণের মৃত্যুতে এলম নষ্ট হওয়ার পরে উক্ত ভিন্ন ভিন্ন ফেরকার সৃষ্টি হয়, উক্ত সাহাবাগণ, তাবেয়িগণ ও কয়েক 'করণের' আলেম ও ফকিহগণই বেহেশতী ফেরকা ছিলেন।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, যাহারা হজরত নবি (ছাঃ) ও উহার সাহাবাগণের এবং মোজতাহেদ সম্প্রদায়ের এজমার অনুসরণ করেন, তাঁহারাই নাজি সম্প্রদায়। তাবেয়িগণ হজরতের ও তাঁহার সাহাবাগণের এবং মোজতাহেদগণের এজমার তাবেদারি করিয়া, আর তাবাতাবেয়িগণ, তাবেয়িগণের পরম্পরায় হজরতের, তাঁহার

সাহাবাগণের এবং মোজতাহেদগণের এজমার তাবেদারি করিয়া নাজি ফেরকা ভুক্ত হইয়াছেন। এমাম আজম তাবেয়ি, অবশিষ্ট এমাম তাবাতাবেয়ি ছিলেন, ইহার যে নাজি ফেরকা ভুক্ত, ইহার উপর এজমা হইয়াছে।

এমাম ছুবকি 'তাবাকাতে-কোবরা'র ২/২৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, –

(১) هذا عقائد مشائخ الاسلام وهو الدين فلتسمع له الاذنان

(১) ইহার এসলামের প্রাচীন বিদ্বানগণের আকিদা, ইহার লকে ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

(২) و الاشعرى عليه ينصره ولا يألوا جزاه الله بالاحسان

(২) আশয়ারি এই মতের উপর ছিলেন, ইহার সহায়াতা করিতেন এবং (ইহাতে) ক্রুটি করিতেন না, আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে সুফল প্রদান করুন।

(৩) كذالك حالته مع النعمان لم ينقض عليه عقائد الايمان

(৩) এইরূপ তাঁহার (এমাম আশয়ারীর) অবস্থা নো'মানের (এমাম আবু হানিফার) সহিত ছিল, তিনি ঈমান সংক্রান্ত বিশ্বাস (আকিদা) সমূহে তাঁহার বিরুদ্বাচরণ করেন নাই।

(৪) يا صاح ان عقائدة النعمان والاشعرى حقيقة الاتقان

(৪) হে শিষ্য, নিশ্চয় (এমাম) আবু হানিফা ও (এমাম) আশয়ারির আকিদা ঈমানের মূল।

(৫) فكلا هما و الله صاحب سنة
بهدى نبى الله مقتديان

(৫) খোদার শপথ, তাঁহারা উভয়ে সুন্নতের অনুগামী ও আল্লাহতায়ালার নবীর পথের অগ্রণী ছিলেন।

(৬) لا ذا يبدع ذا ولا هذا و ان
تحسب سواه و همت فى الحسبان

(৬) নো'মান (এমাম আবু হানিফা) উক্ত আশয়ারিকে বেদয়াতি বলেন নাই এবং ইনি (এমাম আশয়ারি) তাঁহাকে (এমাম আবু হানিফাকে) বেদয়াতি বলেন নাই, যদি তুমি (এতদ্ভিন্ন) অন্য ধারণা কর, তবে তুমি হিসাবে ভ্রম করিলে।

(৭) من قال ان ابا حنيفة مبدع
رأيا فذلك قائل الهذيان

(৮) اوظن ان الاشعرى مبدع
فلقد اساء و باء بالخسران

(৭/৮) যে ব্যক্তি বলে যে, নিশ্চয় আবু হানিফা বেদয়াত মতাবলম্বী ছিলেন, সে ব্যক্তি প্রলাপোক্তিকারী কিম্বা যে ব্যক্তি ধারণা করিয়াছে যে, নিশ্চয় (এমাম) আশয়ারী বেদয়াতি, সত্য সত্য সে ব্যক্তি মন্দ কার্য্য করিয়াছেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে।

(৯) كل امام مقتدي ذو سنة
كالسيف مسلو لا على الشيطان
طبقات كبراي شافعية ٢/٢٦٥

(৯) তাঁহাদের প্রত্যেকে এমাম, নেতা ও সুন্নাতের অনুগামী ছিলেন, শয়তানের উপর উলঙ্গ তরবারীর তুল্য ছিলেন।

আরও এমাম সুবকি উক্ত কেতাবের ২/২৬৮/২৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,-

(১০) وابوحنيفة هكذا مع شيخنا
لا شيئ بينهما من النكران

(১০) এইরূপ (এমাম) আবু হানিফা আমাদের শিক্ষক (আশয়ারির) সহযোগী. উভয়ের মধ্যে এরূপ মতান্তর নাই যে, (একে অন্যের প্রতি) এনকার করেন।

(১১) كذالك اهل الراى مع اهل الحد
يث فى الاعتقاد الحق متفقان

(১১) এইরূপ আহলে-রায় (এজতেহাদ শক্তিসম্পন্ন) দল ও মোহাদ্দেছগণ সত্য আকিদায় একমতাবলম্বী ছিলেন।

(১২) ما ان يكفر بعضهم بعضا و لا
ازري عليسة و ساضة بهوان

(১২) তাঁহাদের একে অন্যকে কাফের বলেন নাই, একে অন্যকে অবজ্ঞা ও হেয় জ্ঞান করেন নাই।

(১৩) هذا صراط الله فاتبعه تجد
فى القلب برد حلاوة الايمان

(১৩) ইহা খোদার পথ, অনন্তর তুমি উহার অনুসরণ কর, (তাহা হইলে) তুমি অন্তরে ঈমানের মিষ্টতা ও স্নিগ্ধতা অনুভব করিবে।

(১৪) و تراه يوم الحشر ابيض و اضحا
يهدى اليك رسائل الغفران

(১৪) এবং তুমি কেয়ামতের দিবসে উহা শুভ্র উজ্জ্বল দর্শন করিবে এবং তোমার দিকে ক্ষমালিপি সকল প্রেরিত হইবে।

(১৫) و عليه كان السابقون عليهم
حلل الثناء و ملبس الرضوان

(১৫) এবং ইহার উপর প্রাচীন (বিদ্বানগণ) ছিলেন, তাঁহাদের উপর প্রশংসার চাদর ও সন্তোষের পরিচ্ছদসমূহ (নাজিল) হউক।

(১৬) و الشافعي و مالك و ابو حنيفة
و ابن حنبل الكبير الشان
(১৭) درجوا عليه و خلفونا اثرهم
ان نتبعهم نجتمع بجنان

(১৬/১৭) এবং শাফেরী, মালেক, আবু হানিফা ও মহামর্য্যাদাধারী (আহমদ) বেনে হাম্বল এই পথে চলিয়াছিলেন এবং আমাদিগকে তাঁহাদের পশ্চাতে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, যদি আমরা তাঁহাদের পয়রবি করি, তবে বেহেশতে (তাঁহাদের সহিত) একত্রিত হইবে।

(১৮) او نبدع فلسوف نصلى لنا
رمذ مو ميين ما خوزين بالعصيان
طبقات كبراى شافعية ١٨/٢٤٧

(১৮) অন্যথায় যদি আমরা বেদয়াত মতের সৃষ্টি করি, তবে অচিরে লাঞ্চিত ও অবাধ্যতায় ধৃতাবস্থার দোজখে উপস্থিত হইব।

এতেহাফোছ-ছাদাতেল-মোত্তাকীন, ২/১৪ পৃষ্ঠা,–"(এমাম) আবু হানিফা ও তাঁহার শিষ্যদ্বয় প্রথম শতাব্দীর শেষাংশে দীনের আকায়েদ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অকাট্য দলীলসমূহ দ্বারা তৎসমস্ত সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।

তাবছেরায় বাগদিয়াতে আছে, সুন্নত জামায়াতভুক্ত ফকিহ ও আকায়েদ তত্ত্ববিদগনের মধ্যে প্রথমেই (এনাম) আবু হানিফা (রঃ) সুন্নত জামায়াতের সাহায্যকল্পে ফেকেহ-আকবর ও রেছালা কোতবদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন, ইনি স্পষ্ট দলীলসমূহ দ্বারা বেদয়াতদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ইনি আকায়েদ তত্ত্বে এরূপ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন যে, তিনি লোকদের মধ্যে অনুরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। এমার আবু মনছুর মাতুরিদি তাঁহার শিষ্যগণের পরস্পরায় ধারাবাহিকরূপে উক্ত মসলাগুলি শিক্ষা করিয়াছিলেন।

আরও ৭/৮ পৃষ্ঠা ঃ-

সুন্নত অল জামায়াত বলিলে, আশয়ারী ও মাতুরিদি সম্প্রদায় বুঝা যায়। এবনোছ ছুবকি আকিদায় এবনোল-হাজেবে'র টীকায় লিখিয়াছেন, সুন্নত ওল জামায়ত সম্প্রদায়, একই প্রকার মতাবলম্বী- তাহারা তিন শ্রেণী প্রথম মোহাদ্দেছগণ, দ্বিতীয় আশয়ারী ও হানিফগণ, আশয়ারীদিগের শিক্ষক আবুল হাছান আশয়ারী ও হানাফিদিগের শিক্ষক আবু মনছুর মাতুরিদী ও তৃতীয় কাশ্‌ফ শক্তি সম্পন্ন সুফিগণ। তোমরা জানিয়া রাখ যে, এমাম আবুল হাছান ও আবু মনছুর এই দুই (আকায়েদ তত্ত্ববিদ) এমান কোন বেদয়াত মত প্রচার ও কোন অভিনব মতের সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহারা উভয়ে প্রাচীন বিদ্বানগণের মতগুলি দৃঢ় করিয়াছেন, হযরত রাছুরেল-খোদার সাহাবাগণের তরিকার সমর্থন করিয়াছেন, এমাম আবুল হাছান (এমাম) শাফেয়ির মজহাবের সাহায্যে ও (এমাম) আবু মনছুর (এমাম) আবু হানিফার মজহাবের সাহায্যে দন্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকে বেদয়াতি ও ভ্রান্তদলের সহিত তর্ক করিয়াছিলেন, এমন কি তাহারা

নিরুত্তর হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, ইহার প্রকৃতপক্ষে আসল জেহাদ। এজদ্দিন বেনে আবছুছ্ ছালাম বলিয়াছেন, 'শায়েফি, মালেকি, হানিফা ও প্রধান হাম্বলিগণ আশয়ারীর মতগুলি একবাক্যে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।"
তাবাকাতে–কোবরা, ২/২৭৪/২৭৫ পৃষ্ঠা,–
"এমাম বয়হকি বলিয়াছেন, এমাম আশয়ারী আল্লাহতায়ালার দীনে বেদয়াত মতের সৃষ্টি করেন নাই, বরং তিনি সাহাবা তাবেয়ি ও তৎপরবর্ত্তী আকায়েদতত্ত্ববিদ এমামগণের মতগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তিনি কুফাবাসী এমাম আবু হানিফা ও ছুফইয়ান ছওরি, শামবাসী (এমাম) আওজায়ী প্রভৃতি, মদিনাবাসী (এমাম) মালেক, মক্কাবাসী (এমাম) শাফেয়ী, হেজাছ প্রদেশবাসী ও অন্যান্য শহরবাসী তাঁহাদের উভয়ের তুল্য এমামগণ, হাদিছতত্ত্ববিদ্ (এমাম) আহমদ প্রভৃতি, লাএছ বেনে ছাদ প্রভৃতি বোখারা নিবাসী (এমাম) আবু আবদুল্লাহ্ মোহম্মদ বেনহাজ্জাজ (প্রভৃতি) প্রাচীন এমামগণের মতগুলির সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনি প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের সুন্নত জামায়াতের অগ্রগণ্য হইয়াছেন।" তমহিদে আবু শকুরে ছালামি, ১৮৮ পৃষ্ঠা ,–
"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা জামায়াতের পয়রবি কর, তৎপর বড় জামায়াতের মূল হজরত রাছুলে খোদা (সাঃ) এর সাহাবাগন ও তাঁহাদের অনুসরণকারী তাবেয়ি ও তাবা তাবেয়িগণ ছিলেন, যথা আবু ছইদ খুদরি, হাছান বেনে আবি ছইদ বাসারি. সুফইয়ান ছওরি, আওজায়ি, আলকামা, আছওয়াদ, নখয়ি, শা'বি, মালেক, হাম্মাদ বেনে আবিলায়লা, আবু হানিফা এবং তাহাদের অনুসরণকারী পরবর্ত্তী বিদ্বানগণ ও শিষ্যগণ ছিলেন, বথা কাজি আবু ইউছুফ

মোহাম্মদ বেনে হাছান শায়বানি, জোফার, হাছান বেনে জিয়াদ, দাউদ তায়ি, শাফেয়ি, মোজান্না, আর খোরাছানের ফকিহগণের মধ্যে আবুমতি বালাখি, আবু ছোলায়মান জোরজানি, আবুহাফছ কবির বোখারি. শকিক বেনে এবরাহিম ও এব্রাহিম বেনে আদহান ছিলেন. ইহারা (এমাম) জা'ফর বেনে মোহাম্মদ ছাদেক- ও (এমাম) আবু হানিফার শিষ্য ছিলেন। আর যে দিনের ফকিহগণ মুসলমান দিগের জামায়াত হজরতের জামানা হইতে বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত তাঁহাদের পয়রবী করিয়াছেন, (তাঁহারাও উক্ত দলভুক্ত) এক্ষণে প্রমাণিত হইল যে, সাহাবাগণ, তাবেয়িগণ, তাবা তাবেয়িগণ এবং কেয়ামত অবধি যে ফকিহগণ ও মুসলমানগণ তাহাদের অনুসরণ করিবেন, তাঁহারাই সুন্নাত ও জামায়াত ভুক্তহইবেন। আমাদের শিক্ষকগণের মধ্যে পূর্ব্বদেশের শহরসমূহে চীনে, খোরাছানে, তুরাণে পশ্চিম দেশে ও তুর্কীস্থানে সত্যপরায়ণ এমামগণ হইয়াছেন, তাঁহারা দীনের নিয়ম কানুন একই নিয়মে একই তরিকা তলীল সমূহ দ্বারা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের দলীল কোরআন শরীফ, রছুলের হাদিছ, সাহাবা ও উল্লিখিত তাবেয়িগণের তারিকা, ইহাই আল্লাহতায়ালার পথ, রাছুল এবং মসুলমানগণের পথ।"

তফছিরে মোজহারি, ৩৯৩ পৃষ্ঠা,–

ان اهل السنة و الجماعة قد افترق بعد القرون الثلثة او الاربعة على اربعة مذاهب و لم يبق مذهب فى فروع المسائل سوي هذه الاربعة فقد انعقد الاجماع المركب على بطلان قول يخالف كلهم و قد قال رسول الله صلعم لا يجتمع امتي على الضلالة و قال الله تعالي و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم وساءت مصيرا ـ تفسر مظهرى ٣٩٣ *

“নিশ্চয় সুন্নত জামায়াত তৃতীয় বা চতুর্থ ‘কর্ণে’র পরে চারি মজহাবে বিভক্ত হইয়াছেন, ফরুয়াত মাসায়েল সম্বন্ধে এই চারি মজহাব ব্যতীত অন্য মজহাব বাকী নাই, এই চারী মজহাবের বিপরীত কথা বাতিল হওয়ার প্রতি মিলিত এজমা হইয়াছে নিশ্চয় [হজরত] নবি (ছাঃ] বলিয়াছেন, আমরা উম্মত গোমরাহির উপর একত্রিত হইবে না। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈমানদারগণের পথের বিপরীত চলে, সে ব্যক্তি যাহা পছন্দ করে, আমি তাহাকে সেই পথে লইয়া যাইব এবং তাহাকে দোজখে পৌছাইয়া দিবা এবং উহা অতি কদর্য্য স্থান।”

তাহতাবি, ৪/১৫২/১৫৩ পৃষ্ঠা,-

قال بعض المفسرين المراد من حبل الله الجماعت و المراد من الجماعة عند اهل العلم اهل الفقه و العلم و من فارقهم قدر شبر وقع في الضلالة و خرج عن نصرة الله تعالى و دخل في النار □

(الى) و هذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب اربعة و هم الحنفيين و المالكيون و الشافعيون و الحنبليون رحمهم الله و من كان خارجا عن هذه الاربعة في هذا الزمان فهو من اهل البدعة و النار -

طحطاوى ۴/۱۵۲/۱۵۳

কোন তফছিরকারক বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার রজ্জুর অর্থ জামায়াত, বিদ্বানগণের মতে জামায়াতের মর্ম্ম ফকিহ ও বিদ্বান সম্প্রদায়। যে ব্যক্তি তাঁহাদের এক বিঘত পরিমাণ পথ ত্যাগ করিবে, গোমরাহিতে পতিত হইবে, আল্লাহতায়ালার সাহায্য হইতে বহির্গত হইবে এবং দোজখে প্রবেশ করিবে, কেননা ফকিহগণ ও আলেমগণই সত্য পথ প্রাপ্ত এবং মোহাম্মদ [ছ] ও তৎপরবর্ত্তী

সত্যপথ প্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নত অবলম্বী ছিলেন। যে ব্যক্তি অধিকাংশ ফকিহ ও আলেম এবং বড় জামায়াতের পথত্যাগী হইল, নিশ্চয় সে ব্যক্তি এইরূপ পথে পৃথক হইয়া পড়িল যে, উহা তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবে। হে ঈমানদার সম্প্রদায়, তোমরা সুন্নত অল জামায়াত নামীয় বেহেশতী ফেরকার তাবেদারী করা ওয়াজেব জান, কেননা তাঁহাদের স্বমতাবলম্বী হইলে, আল্লাহতায়ালার সাহায্য রক্ষনাবেক্ষণ ও তওফিক প্রাপ্তির পাত্র হইতে পারিবে। আর তাহাদের বিরূদ্ধগামী হইলে, আল্লাহতায়ালার সাহায্য হইতে বঞ্চিত ও তাঁহার অসন্তোষ ও কোপের পাত্র হইবে। এই বেহেশতী ফেরকা বর্ত্তমানে চারি মজহাবে একত্রিত হইয়াছেন, তাঁহারা হানাফী, মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলী এই চারি মজহাবাবলম্বী যাহারা এই চারি মজহাব হইতে বহির্গত হইবে, তাহারা বেদয়াতি ও দোজখি সম্প্রদায় ভুক্ত হইবে।"

জওয়াহেরে মনিফা, ১১ পৃষ্ঠা,–

و الناس الآن مطبقون على ان اصحاب السنة و الجماعة هم اهل المذاهب الاربعة مثل ابى حنيفة و مالك و الشافعى و احمد - جواهر منيفة ।।

"আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি ও আহমদ এই এমামগণের চারি মজহাবাবমীগণহ সুন্নত জামায়াত, ইহার প্রতি বর্ত্তমান কালে লোকেরা এজমা করিয়াছে ."

শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী একদোল জিদের ৩১–৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,–

"এই চারি মজহাব অবলম্বন করার তাকিদা (দৃঢ় আদেশ) এবং উহা ত্যাগ করার এবং উহা হইতে বহির্গত হওয়ার কঠোর নিষেধ। তুমি জানিয়া রাখ, রাছোলে খোদা (ছাঃ) বলিয়াছেন

তোমরা বড় জামায়াতের পয়রবি কর। যখন এই চারি মজহাব বাতীত সত্য মজহাব সকল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন এই চারি এজহাবের পয়রবি করিলে, বড় জামায়াতের পয়রবি করা হইবে এবং চারি মজহাব হইতে বহির্গত হইলে, বড় জামায়াত হইতে বহির্গত হইতে হইবে।”

অন্যান্য ফেরকাদের আকিদা।

তফছিরে আহমদী, ৪০৮–৪১০ পৃষ্ঠা ;–

“বেদয়াতিদিগের মুল ৬টি ফেরকা, রাফিজি, খারিজি, জাবরিয়া, কদরিয়া, জোহায়মিয়া ও নরজিয়া। তৎপরে এই ছয় ফেরকার প্রত্যেকটি বার বার ফেরকায় বিভক্ত হইয়া ৭২ ফেরকায় পরিণত হইয়াছে ”

মাওয়া কেফের টিকা, ৭৪৮-৭৬৪ পৃষ্ঠা,–

“বেদয়াতিদল মূলে ৭ ফেরকা, মোতাজেলা, শিয়া, খারিজি, মরজিয়া, নাজ্জারিয়া, জাবারিয়া ও মোশাব্বেহা। তৎপরে তাহাবা ৭২ দলে বিভক্ত হইয়াছে।”

গুনইয়াতত্তালেবিন, ২১১ পৃষ্ঠা,––

“বেদয়াতিরা মূলে ৯ ফেরকা, খারিজি, শিয়া, মোতাজেলা, মরজিয়া, মোশাব্বেহা, জেহায়মিয়া, জোরারিয়া, নাজ্জারিয়া ও কালাবিয়া। খারিজিরা ১৫ ফেরকা, মোতাজেলারা ৬ ফেরকা, মরজিয়ারা ১২ ফেরকা, শিয়ারা ৩২ ফেরকা, জাহমিয়া, নাজারিয়া, জেরারিয়া কালবিয়া প্রত্যেকটি এক এক ফেরকা ও মোশাব্বেহারা তিন ফেরকা।”

তালবিছে ইবলিছ ২৩ পৃষ্ঠা,–

"বেদয়াতিরা মুলে ৬ ফেরকা, হরুরিয়া, কদরিয়া, জোহায়মিয়া, মরজিয়া, রাফিজি ও জাবরিয়া, তৎপরে প্রত্যেক ফেরকা বার বার ফেরকাতে বিভক্ত হইয়াছে।"

মেলাল-অন্নেহাল, ৫৩/৫৪ পৃষ্ঠা,–

"বেদয়াতিদল মুলে মো'তাজেলা, জাবরিয়া, মরজিয়া, শিয়া ও খারেজিয়া এই কয়েক দলে বিভক্ত হইয়াছে, তৎপরে প্রত্যেক দল কয়েক ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।"

মো'তাজেলাদিগের মত।

এই দলের মত এই যে, যে ব্যক্তি গোনাহ কবিরা করে, সে ব্যক্তি ঈমানদার নহে এবং কাফের নহে, বরং তাহার দরজা এই এতদদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী। ইহারা বলিয়া থাকে যে, মানুষ নিজ ক্ষমতায় নেকী বদী সমস্তই করিয়া থাকে। যেন মানুষকে সর্ব্বশক্তিমান ধারণা করিয়া লইয়াছে। মেলাল অন্নেহাল, ১/৫৮/৬০ গুনইয়াতত্তালেবিন, ২৩১/২৩২।

ইহারা খোদাতায়ালার ছেফাত অস্বীকার করিয়া থাকে। কোরআন শরিফকে সৃষ্ট পদার্থ বলিয়া থাকে এবং এজমা ও কেয়াছকে শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করে না, স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করিলে, উহার কাজা আদায় করা আবশ্যক বলিয়া ধারণা করে না। যে ব্যক্তি গোনাহ কবিরা করে, তাহার মসমস্ত নেকী নষ্ট হওয়ার ও চির দোজখী হওয়ার মত ধারণ করে, গোরের আজাব নেকী বদী ওজনের পাল্লা ও শাফায়াত অস্বীকার করিয়া থাকে

জীবিতদিগের ছদকাতে মৃতদের লাভবান হওয়া অস্বীকার করে ।মাওয়াকেফের টীকা, ৭৪৮–৭৫০। গুনইয়া ২৩৩/২৩৪।
পাঠক, মজহাব বিদ্বেষিদিগের নেতা নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব বলিয়াছেন। স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগ করিলে, উহার কাজা করিতে হইবে না। এবরাজোল–গাই দ্রষ্টবা। এই দলের মোঃ আব্বাছ আলি সাহেব বরকোল–মোয়াহেদীনের ৭৯ পৃষ্ঠায়,
মৌলবি এলাহি বখ্‌স সাহেব দোর্রায় মোহাম্মদীর ৮/১১/১৩/২০/ ৫১ পৃষ্ঠায় ও কাজি শওকানি 'ইরশাদোল–ফহুল' কেতাবের ২২৬/২২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, শরিয়াতের দলীল দুইটি কোরআন ও হাদিছ। এইদল এজমা ও কেয়াছকে অমান্য করিয়া থাকেন, এক্ষণে নিরপেক্ষ পাঠক বুঝুন, নব্য মোজহাব বিদ্বেষী দল মো'তাজেলা নামীয় ভ্রান্তদলের অন্তর্গত হইলেন কি না?

খারিজিদিগের মত।

ইহারা হজরত আলি, ওছমান, তালহা, জোবাএর, আএশা ও অন্যান্য সাহাবাগণকে কাফের বলিয়া থাকে। বেনামাজি ও গোনাহ কবিরা অনুষ্ঠান কারীকে কাফের বলিয়া থাকে, তাহাদের মজহাব–ধারী ব্যতীত অন্য সমস্থ মজহাবধারীকে কাফের বলিয়া থাকে, যে ব্যক্তি আলস্নাহ ব্যতীত অন্যকে হাকেম স্থির করে, তাহাকে কাফের বলিয়া থাকে, বেগানা স্ত্রীলোকদিগকে স্পর্শ করা জায়েজ ধারণা করে। এই দল মুসলমানদিগের রক্তপাত ও অর্থ লুণ্ঠন করা হালাল জানে। গুনইয়া, ২১২/২১৩। তলবিছে ইবলিছ, ২২/২৭ মাওয়াকেফের টীকা, ৭৫৭–৭৬০।মাকাছেদের টীকা, ২/২৫৭।

আকায়েদে-নাছিফি, ৮৪/৮৫। মেলাল অন্নেহাল, ১/১৫৪/১৫৫,তামহিদে আবশকুরে ছালামি, ১৯৮/১৯৯।
নব্য মজহাব বিদ্বেষী মৌঃ এলাহি বখ্শ ও মৌলবি রহিমদ্দিন সাহেবদ্বয় দোর্রায় মোহম্মদীর ৩৯ ও রদ্দত্তকলিদের ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আলল্লাহ ব্যতীত অন্যের হুকুম মান্য করা শেরক ও বাতীল। ঐ দলের মৌলবি মহিউদ্দিন ফেকহে-মোহম্মদীর ২ পৃষ্ঠায়, মৌলবি আবদুল গফুর 'এজহারোল হক' কেতাবের ১৬ পৃষ্ঠায়, মৌলবী এফাজদ্দীন 'ধোকা ভঞ্জন" নামক বিজ্ঞাপণে, মৌলবি নজির হোছেন সাহেব ফাতাওয়ার নজিরিয়ার ১/৯৬/৯৭ পৃষ্ঠায়, মৌলবী এলাহি বখ্স সাহেব দোরায় মোহম্মদীর ৪–১২ পৃষ্ঠায়, মৌলবি আবদুল বারী আলহে হাদিস পত্রিকার ৮/১০/৪৪৫ পৃষ্ঠায়, ৮/১২/৫৫২/৫৫৩ পৃষ্ঠায়, ৯/৮/৩৬২ পৃষ্ঠায় ও ৯/১২/৩৪৭ পৃষ্ঠায় চারি মজহাবাবলদীগণকে কাফের মশরেক বলিয়া ফৎত্তয়া দিয়েছেন। মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব মাছায়েলে জরুররিয়ার ১৪২ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি আবদুল বারি সাহেব আহলে হাসিছ পত্রিকার ৮১/৪৬/৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বেনামাজি কাফের হইবে। নিরপক্ষে পাঠক, এখন আপনারা চিন্তা করুন যে, মজহাব বিদ্বষী দল উপরোক্ত মতগুলির জন্য ভ্রান্ত খায়েজি দলভুক্ত হইলেন কি না ?

মরজীয়াদের মত।

ইহারা বলিয়া থাকে যে, ঈমানদার ঈমান গ্রহণ করার পরে কোন গোনাহ করিলে, কোন ক্ষতি হইবে না বা তার জন্য আজাব

গ্রস্ত হইবে না। আল্লাহ তায়ালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, তিনি আকৃতি ধারী, কিন্তু আকৃতিধারীর তুল্য নহেন, তাহাদের একদল কেয়াছকে দলীল বলিয়া স্বীকার করেন না। তমহিদ, ২০২। তলবিছ, ২৭। তফছিরে আহমদী, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

::০::

মোশাব্বেহা ও মোজাচ্ছেমাদিগের মত।

রাফিজি ও কার্রামিয়া এই দুই দল মোশাব্বেহা হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে একশ্রেণী মোকাতেলিয়া নামে অভিহিত। ইহারা বলিয়া থাকে যে, খোদা রূপধারী বস্তু, তাহার শরীর মানুষের আকৃতির ন্যায় রক্ত মাংসধারী, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, মস্তক, রসনা ও গলা আছে, তিনি এই সমসস্ত বিষয়ে জগতের বস্তুর তুল্য নহেন।

মোশাব্বেহারা বলিয়া থাকে, খোদা আকৃতিধারী, কিন্তু রক্ত মাংসধারী নহেন, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে। তিনি আরশের উপর আছেন, উপরের দিক হইতে আরশের সহিত মিলিত আছেন, তিনি গমল্বাগমন ও অবতরণ করিতে পারেন।

একদল মোজাচ্ছেমা বলিয়া থাকে যে, খোদাতায়ালাকে স্পর্শ করা যায়, একদল বলে, আল্লাহ তায়ালা আরশ স্পর্শ করিয়া আছেন, যে সময় তিনি অবতরণ করেন। এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমণ করেন। হাদিছে আছে যে আল্লাহতায়ালার প্রথম আকাশের দিকে নজুল করেন, তাহারা এই হাদিছের নজুল শব্দের অর্থ অবতরণ করা গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহার মোশাব্বেহা।

কোন কোন মোশাব্বেহা বলে যে, আল্লাহ তায়ালার চেহরা,

হস্ত, অঙ্গুলি ও পা আছে। তমহিদ, ২০৫। তলবিছ, ১২০/১২১। মাওয়াকেফের টীকা, ৭৬১। গুনইয়া, ২০৭/২৩৮।

কারমিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায় বলিয়া থাকে যে, আল্লাহ আরশে স্থিতিশীল না হইলেও উপরের দিকে আছেন, এবং মোজাচ্ছেমা ওহাশবিয়া নামক ভ্রান্ত সম্প্রদায়দ্বয় বলিয়া থাকে, যে খোদাতায়ালা আরশে স্থিতিশীল আছেন। মোছামারাহ, মোশাব্বেহা দল উক্ত আয়ত উপলক্ষ করিয়া বলিয়া থাকে যে, তাহাদের উপাস্য (খোদা) আরশের উপর উপবিষ্ট আছেন, ইহা বিবেক-বুদ্ধি ও দলীল অনুযায়ী বাতীল।" তফছিরে কবির ৬/৭

খোদাতায়ালার আরশের উপর স্থিতিশীল ও উপবিষ্ট হওয়ার মত অনভিজ্ঞতা হওয়া সত্ত্বেও বেদয়াত মত এবং কাফেরি হওয়ার সম্ভব।" উক্ত তফছির, উক্ত খণ্ড, ৫৯০/৫৯১। এমাম রাজি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি খোদাতায়ালাকে আকৃতিধারী কিম্বা কোন স্থানে বা নির্দ্দিষ্ট দিকে স্থিতিশীল বলিয়া দাবি করে, তাহাকে কাফের বলা হইবে কিনা, ইহাতে বিদ্বানগণের দুই প্রকার মত আছে, এক মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে না, অন্য মতে সে ব্যক্তি কাফের হইবে, এই দ্বিতীয় মতটি অধিকতর প্রকাশ্য (গ্রহণীয়)। আছাছোত্তকদিছ।

"এরূপ একদল নির্ব্বোধ লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যাহারা সর্ব্বত্র কোরআন শরিফের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মহা অনর্থ ঘটাইতেছে। যদি তাহাদের দ্বারা সাধারণ লোকের ভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা না থাকিত, তবে আমি তাহাদের বর্ণনা করিয়া এই পুস্তককে কলুষিত করিতে উদ্যত হইতাম না। ঐ নির্ব্বোধ লোকেরা বলিয়া থাকে যে, আমরা সর্ব্বত্র স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করি, যে সমস্ত আয়তে খোদাতায়ালার পার্থিব ভাবাপন্ন হওয়ার সন্দেহ উৎপাদন করে এবং

যে হাদিস সমুহে খোদাতায়ালার সীমাবদ্ধ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গধারী হওয়ার ধারণা জন্মাইয়া দেয়, তৎসমুদয়ের স্পষ্ট ভাব গ্রহণ করি, উহার কোনটীর অস্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে জায়েজ নহে এবং তাহারা নিজেদের পড়া সমর্থনের জন্য এই আয়তটী পেশ করিয়া থাকে.......কিন্তু যে খোদাতায়ালার আয়ত্তাধীনে আমাদের জীবন আছে, তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উপরোক্ত দল য়িহুদী, খ্রীষ্টান, অগ্নিউপাসক ও পৌত্তলিক দল অপেক্ষা ইসলামের অধিকতর ক্ষতিকর, কেননা কাফেরদিগের ভ্রান্তিসমূহ প্রকাশ্য, মুসলমানগণ তাহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু উপরোক্ত দল ও সাধারণ লোকেরা একই ধর্ম্মাবলম্বী বিধায় দুর্ব্বলচেতাগণ প্রতারিত হইয়া থাকে। তৎপরে ইহারা তাহাদের ভক্তবৃন্দকে এই বেদায়াত মত সকল শিক্ষা দিয়া থাকে এবং পাক উপাস্য (খোদাতায়ালার) অঙ্গ প্রত্যঙ্গধারী ও অবয়বধারী হওয়ার, আরোহণ করার, অবতরণ করার, কোন বস্তুর উপর ভর দেওয়ার, উত্থান, শয়ন ও উপবেশন করার এবং দিক দিগন্তে গমনাগমণ করার মত তাহাদের অন্তবে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। –এহইয়াওলা উলুমের টীকা, এত্তেহাফেজোবায়দী, ২১০ পৃষ্ঠা।

এদেশে মজহাব বিদ্বেষিগণের নেতা নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'এহতেওয়া' পুস্তকের ৩/৯/২০/২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন আল্লাহ তায়ালা একটি সিংহাসনের উপর বসিয়া আছেন, প্রত্যেক রাত্রিতে আরশ হইতে প্রথম আকাশে নামিয়া থাকেন, তাহার দুই পা কুরছির উপর আছে এবং তাঁহার দুই খণ্ড হাত, দুইটি চক্ষু ও একটি মুখ আছে।"

ঐ নব্য দলের নেতা মৌলবী বাবর আলী সাহেব আহলে–হাদিস পত্রিকার ৭ম ভাগের পৌষ সংখ্যার ১৫৩–১৫৬ পৃষ্ঠায় আল্লাহতায়ালার স্বরূপ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,–"কোরান হাদিসে তাঁহার(আল্লাহ-

তায়ালার) হস্তপদ ও আকৃতির কথা আছে সেই জন্য আমরা ও তাহার ঐ সমূহ স্বীকার করি। কোরান হাদিসের শিক্ষা অনুসারে আল্লাহতায়ালা সাত আকাশের উপর আরশের উপর আছেন আমরা ইহাই বলি। আল্লাহতালা আরশের উপর নাই, তাহার আদৌ হস্তপদ বা আকৃতি নাই.....একথা বলিলে কোরান হাদিসকে অমান্য করিয়া কাফের হইতে হয়। কোরান হাদিসে আল্লাহতায়ালার যে গমনাগমন ও অবতরণের কথা আছে আমরা তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। আহলে- হাদিসগণ প্রতি রাত্রে (আল্লাহতায়ালার) দুনিয়ার উপরিস্থ আকাশের উপর অবতরণ সাব্যস্ত করিয়া থাকি। " মাজহাব বিদ্বেষী মৌলবী আবদুল বারী সাহেব আহলে-হাদিস পত্রিকার ৯ম ভাগের ৯ম সংখার ৩৫৩/৩৫৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "খোদার মুখ আছে, দুইটি হাত আছে, কান ও চক্ষু আছে। আল্লাতায়ালা সাত আসমানের উপর সমুদ্র আছে, আর সেই সমুদ্রের উপর চারি ফেরেশতার ঘাড়ের উপর আরশ (সিংহাসন) আছে তথায় বসিয়া আছে।"

আরও তিনি ৯ম ভাগের ৯ম সংখ্যায় (৩৯৫ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন ,-"আল্লাহতায়ালা আছমান ও জমিন পয়দা করার পর আরশের উপর স্থায়ী হইয়াছেন।"

নিরপেক্ষ পাঠক, আপনি ন্যায় ভাবে বিচার করিয়া দেখুন, আহলে-হাদিস নামীয় বত্তমান মজহাব বিদ্বেষীদল মরজিয়া, মোসাব্বেহা ও মোজাচ্ছেমা হইলেন কিনা ?

--

জাহ্ মিয়াদিগের মত।

"জাহমিয়া (ভ্রান্ত) সম্প্রদায় কোরআন শরিফকে স্পষ্ট পদার্থ বলিত।-গুনইয়া . ২৩৯, তলদিছ . ২৬। দাউদ জাহিরি কোরআন

শরিফকে সৃষ্ট পদার্থ বলিতেন।–মিজানোল-এ'তেদাল, ১/৩২১/৩২২।

পাঠক, নব্য মজহাব বিদ্বেষিদল দাউদ জাহেরির অনুসরণ করিয়া কেয়াস করা দূষিত ধারণা করেন এবং তাহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করেন, এক্ষণে যখন সেই দাউদ জাহেরি জাহমিয়া হইলেন, তখন এই নবা দল জাহমিয়া হইবেন না কেন ?

শিয়া রাফিজিদিগের মত।

ইহারা হজরত আবুবকর, ওমার প্রভৃতি সাহাবাগণের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে, অন্যান্য মুসলমানের প্রাণ হত্যা করা হালাল জানে, সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা বলা দীন ঈমান বলিয়া ধারণ করে, কেয়াছকে শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করে না, গো, ছাগের মল মুত্র ও মদ পাক বলিয়া থাকে, নয়টি স্ত্রীলোককে এক সঙ্গে নিকাহ করা জায়েজ মনে করে, এক মজলিশে তিনি তালাক দিলে উহা এক তালাক হওয়ার ধারণা করে। গুনইয়া, ২১৮। তফছিরে আহমদী, ৪০। একদোল জিদ, ৮৭। মাল্লাইয়াহজোরহোল ফকিহ। নবাব ছিদ্দিক সাহেব, মোল্লা মইন ও মোল্লা বাঝ প্রভৃতি হজরত আবুবকর, ওমার (রাঃ)কে গোনাহগার ও বেদয়াতি বলিয়াছেন। এন্তেকাদ, ৬২/৬৩। মেছকোল খেতাম, ১/৫৪৩/৫৪৪/৫৪৯।

নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব, মৌঃএলাহি বখ্স সাহেব ও অহাবি সম্প্রদায় মজহাবাবলম্বীগণের প্রাণ হত্যা করা হালাল জানে। হাদিছোল গাশিয়া দোর্রায় মোহাম্মদী, ৯০। শামি, ৩/৪৭৮। কাজি শওকানি নয়টি স্ত্রীলোককে এক সঙ্গে নিকাহ করা জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন। রওজা নাদিয়া, ১৯৬/১৯৯।

মৌলবি মহউইদ্দিন ও নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব এক মজলিসে তিন তালাক দিলে, এক তালাক হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন। মেছকোল খেতাম, ৩/৪৭৮ ও ফেকহে মোহম্মদী। নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব মদ পাক বলিয়াছেন। রওজানাদিয়া ১৩।

মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব চতুস্পদের মল-মুত্র পাক লিখিয়াছেন।–মাছায়েলে-জরুরিয়া , ১১। সৈয়দ নজির হোছেন, কাজি শওকানি, মৌলবি এলাহি বখ্শ সাহেব, মৌলবি আবদুল বারি কেয়াছকে শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করেন না। মে'ইয়ারোল হক, ৭৯/১৩১/ এরশাদোল–ফহুল, দোর্রায়–মোহম্মদী ২৩/৩১/৩৯/৫২ আলে–হাদিছ, ৯/৮/৩৬২।

মোহাম্মদী দল যেরূপ মিথ্যা কথা বলিতে ও লিখিতে পটু তাহাতে শিয়াদের সত্য গোপন ও মিথ্যা প্রকাশ বা তকইয়া করার জলন্ত ছবি প্রকটিত হয়।

নিরপেক্ষ পাঠক, আপনারা বিচার করুন। এই নব্য মজহাব বিদ্বেষী দলের শিয়া রাফিজি দলভুক্ত হইতে আপনাদের কিছু সন্দেহ থাকিল কি ?

এই জন্যই বড় পীর সাহেব গুনইয়ার ২১৮ পৃষ্ঠায় মোহাম্মদীয়া ফেরকাকে রাফিজি দলভূক্ত করিয়াছেন।

হজরত রাছুলে খোদা (সাঃ) এর তাবেদার কাহারা ?

হজরত রাছুল (ছাঃ) স্বয়ং কেয়াছ করিয়াছেন, কোরআনের সুরা আনফালের আয়তের বদরের বন্দিগণকে অর্থ লইয়া মুক্তি দেওয়ার ঘটনা ইহার জ্বলন্ত প্রর্মাণ। তিনি সাহাবা মোয়াজকে

ইমান দেশে প্রেরণ করা কালে কেয়াছ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের আদেশ করিয়াছেন বা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিয়াছেন, হাদিছ গ্রন্থ্য সমূহে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। হজরত রাছুল (ছাঃ) এক এক জনকে এক এক অঞ্চলের কাজি করিয়া পাঠাতেন, সেই অঞ্চলবাসিদিগকে তাঁহার আদেশ পালন করিতে হুকুম করিতেন, ইহাই তকদিলে শাখছি।

এহজন্য চারি মজহাবাবলম্বিগণ কেয়াছি মসলাগুলিকে শরিয়তের একাংশ বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন ফরুয়াত মাসায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মতকে রহমত ও বেহেশতের পথ ও তকলীদে শাখ ছিকে জায়েজ বলিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহারা হজরত নবি [ছাঃ] এর তাবেদারি করিয়া বেহেশ্তী ফেরকাভূক্ত হইলেন।

মোহাম্মদী মৌলবিগণ কেয়াছকে বাতীল করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্ম্মকে বেদয়াত ও শরিয়তের খেলাফ বলিয়া ও তকলিদ শাখছিকে শেরক বলিয়া জনাব হজরত নবি [ছাঃ] কে বাতীল মতাবলম্বী, বলিয়া বেহেশতী-ফেরকা হইতে খারিজ হইয়া গেলেন কিনা, তাহা সত্যান্বেষী পাঠকগণের বিচার সাপেক্ষ।

সাহাবাগনের তাবেদার কাহারা ?

সাহাবাগণ কেয়াছ করিতেন, তাবেয়িগণ ও তাবাতাবেয়িগণ কেয়াছ করিতেন, মোহাদ্দেছগণ কেয়াছি শর্ত্তগুলির উপর নির্ভর করিয়া ও কেয়াছি নামগুলিতে অভিহিত করিয়া কেয়াছি হাদিছ বিচার করিয়াছেন। চারি মজহাবলম্বিগণ কেয়াছি মসলা মান্য করা ওয়াজেব বলিয়া তাঁহাদের তাবেদার হইয়াছেন, পক্ষান্তরে নব্য মজহাব বিদ্বেষীগণ কেয়াছকে বাতীল হারাম ও শেরক ইত্যাদি

বলিয়া উপরোক্ত প্রাচীন বিদ্বান্‌গণকে বাতীল ও শেরক মতাবলম্বী স্থির করিলেন কিনা? তাঁহাদের তারিকা ও নাজি ফেরকা হইতে খারিজ হইয়া ও শরিয়তের দশ ভাগ মসলার নয় ভাগ অমান্য করিয়া দোজখি ফেরকা ভুক্ত হইলেন কিনা, তাহা নিরপেক্ষ পাঠক বুঝুন।

মোজতাহেদ সাহাবা. তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণ এক এক অঞ্চলের নেতা হইয়া ফৎওয়া দিতেন এবং সেই সেই অঞ্চলের নিরক্ষর লোকেরা এক এক জনের ফৎওয়া মান্য করিতেন, এইজন্য চারি মজহাবাবলম্বিগণ মোজতাহেদগণের তকদিল করা ওয়াজেব বলিয়া তাঁহাদের তাবেদার হইয়া বেহেশতী ফেরকাভুক্ত হইলেন। পক্ষান্তরে মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ তকদিল করা হারাম ও শেরক বলিয়া সাহাবাগণ ও প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের তরিকা ও নাজি ফেরকা হইতে খারিজ হইলেন কিনা, তাহা সত্যান্বেষী পাঠকের বিচারাধীন। সাহাবাগণ ফরুয়াত মাসায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু তায়েবি,তাব-তাবেয়িগণ ও চারি এমাম উপরোক্ত প্রকার মাসায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন, এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ শতাধিক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন। সেই হেতু চারি মজহাবাবলম্বিগণ তাঁহাদের এইরূপ মতভেদকে সত্য পথ বলিয়া স্থির করিয়া সাহাবাগণের ও প্রাচীন বিদ্বান্‌গণের তাবেদার হইয়া বেহেশ্‌তী ফেরকাভুক্ত হইলেন, পক্ষান্তরে নব্য মজহাব বিদ্বেষিগণ মোজতাহেদগণের ভিন্ন ভিন্ন মতকে দোজখের পথ বলিয়া সাহাবা তাবেয়ি, তাবা-তাবেয়ি ও মোহাদ্দেছগণকে দোজখী বলিয়া সাহাবা ও প্রাচীন বিদ্বানগণের তরিকা ও নাজি ফেরকা হইতে বাহির হইয়া কেন দোজখী ফেরকাভুক্ত হইলেন না?

ঐ দলের নেতা কাজি শওকানি এরশাদোল-ফহুল কেতাবে লিখিয়াছেন যে, আমরা কেবল আল্লাহ্ ও রাছুলের তাবেদারি করিতে আদিষ্ট হইয়াছি, সাহাবা বা যে কোন লোক যত বড় উচ্চ পদ প্রাপ্ত হন না কেন, তাহার তাবেদারী করা বাতিল।

নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব মেছকোল খেতামের ১/৫৪৩/৫৪৪/৫৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর তরিকা ব্যতীত কেবল সাহাবাগণের মত মান্য করার দরকার নাই, এইজন্য তিনি বিশ রাকায়াত তারাবীহ পাঠের জন্য হজরত ওমার (রাঃ) কে বেদায়াতি বলিয়াছেন।

তিনি আওনোল বারির ৩১ পৃষ্ঠায় রওজা নাদিয়ার ১৯/৫৬/৬৫ পৃঃ লিখিয়াছেন যে, সাহাবাগণের মত দলীল নহে।

তনবিরোল-আএনাএনের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, সাহাবাগণের মত দলীল নহে।

যদি তাহারা সাহাবাগণের তাবেদারি করিতেন, তবে বিশ রাকয়াত তারাবিহ পড়িতেন।

কোরআন শরিফে আছে,-

اهد نا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم

"তুমি আমাদিগকে সত্য পথ যাহাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ তাঁহাদের পথ আমাদিগকে দেখাও।"

সুরা নেছাতে আছে, নবি, ছিদ্দিক, শহিদ ও নেককারগণ এই চারি শ্রেণীর উপর খোদা অনুগ্রহ করিয়াছেন।

সাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণ, ছিদ্দিক শহিদ ও নেককারগণের অন্তর্ভুক্ত, কাজেই তাঁহাদের মতের ও পথের তাবেদারি করা ওয়াজেব, ইহাই বেহেশতের পথ।

সুরা তওয়াতে আছে,-

و السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين
اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعدلهم جنت
تجري من تحتها الانهر - سورة توبة ●

“অগ্রগণ্য প্রথম হেজরতকারী ও আনছার দল এবং যাহারা সত্যপরায়নতার সহিত তাঁহাদের তাবেদারি করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তিনি তাঁহাদের জন্য বেহেশতের উদ্যানরাজি প্রস্তুত করিয়াছেন যে সমস্তের নিম্নদেশে নদী সকল প্রবাহিত হইবে”।

এই আয়তে বুঝা যায় যে, যাহারা সাহাবাগণের তাবেদার, তাঁহারাই বেহেশতী ফেরকা।

৭৩ ফেরকার হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে, যাহারা হজরত ও সাহাবাগণের তাবেদার, তাঁহারাই, বেহেশতী ফেরকা।

আরও হজরত বলিয়াছেন,-

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين - مسند

“তোমরা আমার তরিকা ও সত্যপরায়ণ সত্য পথ প্রাপ্ত খলিফাগণের তরিকার তাবেদারি করা ওয়াজেব জান।”

এক্ষনে যে নব্য মজহাব বিদ্বেষি দল আল্লাহ ও রাছুল ব্যতীত সাহাবাগণের মত ও তরিকা মান্য করিয়া থাকেন না ও মান্য করা বাতীল বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহারা কোরআন ও হাদিছ অনুযায়ী নাজি ফেরকা হইতে বাহির হইয়া দোজখী ফেরকা ভুক্ত হইবেন না কেন?

ফেরকার হাদিছে জামায়াতের অর্থাৎ প্রত্যেক জামানার এজমার তাবেদার সম্প্রদায়কে বেহেশতী বলা হইয়াছে, যে মজহাব বিদ্বেষী

দল এজমা মান্য করেন না. তাহারা কেন বেহেশতী ফেরকা হইবে খারিজ হইয়া দোজখী ফেরকাভুক্ত হইবেন না?

মজহাব বিদ্বেষীগণের প্রশ্ন।

ঐ দলের মৌলবি এফাজদ্দিন সাহেব আহলে-হাদিস পত্রিকার ১/৫/২০৬ ২০৯ পৃষ্ঠায়, মৌলবি রহিমদ্দিন সাহেব 'রদ্দত্তকলিদে'র' ৭/৮ পৃষ্ঠায়, মৌলবি আব্বাছ আলী সাহেব 'বরকেল-মোয়াহেদীনে'র ৩২/৩৩/১০৪ পৃষ্ঠায় মৌলবী এলাহি বখ্‌শ সাহেব 'দোরায়-মোহম্মদী'র' ১৫/৪১/১৫৫ পৃষ্ঠায়, সরকার ইউছফদ্দীন সাহেব হেদাএতল মোকাল্লেঙ্গীনের ১৪/১৭/১৮/১৯/২০/২৫/২৬ পৃষ্ঠায়, মুনশী জমিরদ্দিন সাহেব ছেরাজল-ইসলামে'র ১০৩/১০৪ পৃষ্ঠায়, মৌলবী আব্বাছ আলী সাহেব কছুটির ৩/৪ পৃষ্ঠায়, মৌলবী মোহম্মদ মুছা সাহেব আহলে হাদিস পত্রিকায় ৭ম ভাগ. ১২ সংখ্যার ৪৮১-৪৮৬ পৃষ্ঠায়, ৮/৬/২৩৪/২৩৬ পৃষ্ঠায়, ৯ম ভাগ, ৫/৬ সংখ্যায় ২২৫ পৃষ্ঠায়, মৌলবী মোহম্মদ আতি উল্লাহ সাহেব 'সামছ-মহাম্মদি'র ৩৪/৩৫/৪০ পৃষ্ঠায়, এম, এল, মণ্ডল সাহেব উক্ত পত্রিকার ৮/৯/৩৯১/৩৯২ পৃষ্ঠায়, মোঃ আনিসুর রহমান সাহেব উহার ৮/১১/৫১১-৫১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এক মজহাব সত্য ও চারি মজহাব ইসলাম বহির্ভুত দোজখের পথ। তাহার এই মত প্রমাণের জন্য নিম্নোক্ত কয়েকটি আয়ত পেশ করিয়াছেন,

(১) ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل سورة انعام *

"নিশ্চয় ইহা আমার সত্য পথ, অনন্তর তোমরা উহার অনুসরণ কর এবং অন্য পথ সকলের অনুসরণ করিও না।"

(২) واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا - سورة آل عمران

"এবং তোমরা একতা সূত্রে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়রূপে ধারণ কর এবং ভিন্ন ভিন্ন হইও না।"

(৩) ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شيء - سورة انعم *

"নিশ্চয় যাহারা দীনকে ভাগ ভাগ করিয়াছেন এবং দল দল হইয়াছে, তুমি তাহাদের মধ্যে কোন বিষয়ে নও।"

(৪) ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينت واولئك لهم عذاب عظيم - سورة ال عمران •

"এবং তোমরা ঐ সমস্ত লোকের ন্যায় হইও না যাহারা স্পষ্ট প্রমাণ সকল প্রকাশ হওয়ার পরে দলে দলে বিভক্ত হইয়াছে এবং মতভেদ করিয়াছে এবং তাহাদের জন্য কঠিন শাস্তি রহিয়াছে।"

মোহাম্মদিগণ বলেন খোদাতায়ালা উপরোক্ত কয়েকটি আয়তে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কাজেই হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলী এই চারি মজহাবলম্বিগণ ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়া চারি ফেরকা হইয়া কাফের ও জাহান্নামী হইয়াছেন।

হানাফিদিগের উত্তর।

তফছির বয়জবি, ২/৩৫ পৃষ্ঠা,-

و اختلفوا فى التوحيد والتنزيه و احوال الاخرة والاظهر ان النهى فيه مخصوص بالتفرق فى الاصول دون الفروع

تفسير بيضاوي ٢/٣٥ •

য়িহুদী ও খ্রীষ্টানগণ খোদার অহদানিএত, পবিত্রতা (পাকি) ও

আখেরাতের অবস্থাগুলিতে মতভেদ করিয়াছিল, (মুসলমানগণকে উপরোক্ত বিষয়গুলিতে মতভেদ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে)। আকায়েদে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, ফরুয়াত মাসায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিতে নিষেধ করা হয় নাই।

ইহাই আয়তের প্রকাশ্য মর্ম্ম।

তাফছিরে মোজহারি, ৪৩৩ পৃষ্ঠা :-

و احترز بهذا القيد عن اختلاف بالاجتهاد فى ما ثبت بالادلة الظنية فان الاختلاف فيها ضروري ضرورة خطأ بعض المجتهدين فى الاجتهاد - تفسير مظهري ٤٣٣ ★

"স্পষ্ট দলীল সকল প্রকাশ হওয়ার পরে মতভেদ করিয়াছে, এই কথায় বুঝা যায় যে, জান্নি দলীল সমূহ দ্বারা যাহা সাব্যস্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এজতাহাদি মতভেদ উক্ত আয়তে নিষেধ করা হয় নাই, কেননা কতক মোজতাহেদের এজতেহাদ ভ্রম করা জরুরি, এই জন্য এজতাহাদী মানায়েলে মতভেদ হওয়া জরুরি।

ভফছিরে রুহোল-মায়ানি, ১/৬৪৫ পৃষ্ঠা,-

ان هذا الاختلاف المذموم محمول كما قيل على الاختلاف فى الاصول دون الفروع - روح المعاني ١/٦٤٥ ★

"কতক সংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন, আকায়েদের মতভেদ দূষিত মতভেদ, ফরুয়াত মাসায়েলের মতভেদ দূষিত নহে।"

তফছিরে কবির, ১/২/৩ পৃষ্ঠা,-

اما الاعتقادات فقد جاء فى الخبر المشهور قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي على ثلاث و سبعين فرقة كلهم فى النار الا فرقة واحدة و هذا يدل على ان الاثنين والسبعين مو-

صوفون بالعقائد الفاسدة و المذاهب الباطلة - تفسير كبير
★ ١/٢/٣

"আকায়েদ সম্বন্ধে হজরত নবি (ছাঃ)-এর মশহুর হাদিছে আসিয়াছে "আমার উম্মত ৭৩ দলে ফেরকায়) বিভক্ত হইবে, সমস্তই দোজখি হইবে, কেবল এক ফেরকা বেহেশ্‌তী হইবে), এই হাদিছে সপ্রমাণ হয় যে, ৭২ দলের আকায়েদ ও মত বাতীল হইবে।"

উপরোক্ত বিবরণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যে ফেরকার আকায়েদ হজরত নবি (ছাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণের আকায়েদের অনুরূপ হইবে, তাহারাই বেহেশ্‌তী ফেরকা, আর যে ফেরকার আকায়েদ তাঁহাদের আকায়েদের বিপরীত, সেই ফেরকা দোজখী। আর ইতিপূর্ব্বে আপনারা অবগত হইয়াছেন যে চারি মজহাবালম্বিগণ হজরত (ছাঃ) ও সাহাবাগণের অনুরূপ আকিদা পোষণ করিয়াছেন, তাঁহারা পরস্পর একই প্রকার আকিদা পোষণ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে মজহাব বিদ্বেষিগণ হজরত (ছাঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণের আকিদা ত্যাগ করত, মো'তাজেলা, খারিজি, জাহমিয়া ও মোশাব্বেহা দলের আ'কিদা ধারণ করিয়াছেন।

ফরুয়াত মাসায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করা যে জায়েজ এবং ইহাতে ফেরকা পৃথক পৃথক হয় না, ইহার প্রমাণ নিম্নোক্ত আয়ত ও হাদিসগুলি দ্বারা বেশ বুঝা যায়,

(১) সুরা আন কবুত

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا - سورة عنكبوت •

"এবং যাহারা আমার পথে সাধ্য সাধনা করিয়াছে, সত্য সত্য আমি তাহাদিগকে আমার পথ সকল দেখাইব।"

(২) সুরা মায়েদা,

قد جاكم من الله نور و كتب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام - سورة مائده ০

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকট হইতে একটি জ্যোতিঃ (নূর) ও একখানা বর্ণনাকারী কেতাব আসিছে, তদ্বারা আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে নিরাপদের পথ সকল দেখাইয়া থাকেন যে তাহার সন্তোষের পয়রবি করে।" উপরোক্ত দুইটি আয়তে সপ্রমাণ হয় যে আল্লাহ নাজাতের কয়েকটি পথ স্থির করিয়াছেন, ইহাতেই চারি মজহাবের সত্যতা সপ্রমাণ হয়।

(৩). সুরা মায়েদা,-

فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام - سورة مائدة *

"অনন্তর উহার কাফফারা তোমরা তোমাদের পরিজনকে যাহা ভক্ষণ করাইয়া থাক তাহার মধ্যম ধরণের দশ জন দরিদ্রকে খাদ্য দান করা কিম্বা তাহাদিগকে বস্ত্র দান করা অথবা একটি গোলাম আজাদ করা আর যে ব্যক্তি অক্ষম হয়, (তাহার পক্ষে) তিনটি রোজা।"

চারিটি লোক কছম ভঙ্গ করিয়া প্রত্যেকে উল্লিখিত চারি প্রকার কাফফারার মধ্যে পৃথক পৃথক কাফফারা আদায় করিল, ইহাতে সেই চারিটি লোক পৃথক পৃথক কার্য্য করিয়া যেরূপ সুন্নত জামায়াত ভুক্ত হয় মজহাবধারিগণ ফরুয়াত মসলায় পৃথক পৃথক ব্যবস্থা পালন করিয়া এক সুন্নত জামায়াত ভুক্ত হইলেন।

(৪) সুরা আম্বিয়া,-

و داؤد و سليمان اذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم - و كنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان و كلا آتينا حكما و علما - سورة انبيا ٥

"এবং দাউদ ও ছোলায়মানকে (স্মরণ কর যখন তাহারা শষ্য

ক্ষেত্র সম্বন্ধে হুকুম করিতেছিলেন, যে সময় তাহাতে এক জনাদের ছাগলের পাল (রাত্রিকালে) বিচরণ করিয়াছিল এবং আমি তাঁহাদের হুকুমের সাক্ষী ছিলাম, তৎপরে আমি সোলায়মানকে উহা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং প্রত্যেককে হুকুম ও এলম দান করিয়াছিলাম।"

তফছির বয়জবি, ২/৩৬ পৃষ্ঠা,–

কোন লোকের ছাগলের পাল তাহার কোন প্রতিবাসির শষ্য ক্ষেত্র নষ্ঠ করিয়াছিল, এই ঘটনার বিচারে (হজরত) দাউদ (আঃ) ক্ষতিপূরণের জন্য ছাগলের পালক্ষেত্রস্বামীকে সমর্পন করিতে হুকুম করিয়াছিলেন। আর হজরত ছোলায়মান (আঃ) বলিয়াছিলেন, ছাগলের পাল আপাততঃ ক্ষেত্র স্বামীকে সমর্পন করা হউক, সে ছাগী দুগ্ধ পান ও শাবকগুলি ভক্ষণ করুক। প্রতিবাদী ক্ষেত্রটি নিজ তত্ত্বাবধানে আনুক। শষ্যের পূর্ব্বাবস্থা হইলে, প্রতিবাদী আপন ছাগলের পাল ফেরত লইবে এবং বাদী নিজ পরিপক্ক শষ্যের ক্ষেত্র অধিকার করিবে।"

উপরোক্ত দুইজন নবী পৃথক পৃথক ব্যবস্থা প্রদান করিয়া এক বেহেশ্‌তী ফেরকাভুক্ত হইলে, চারি মজহাবাবলম্বিগণ এক বেহেশ্‌তী ফেরকাভুক্ত হইবেন।

(৫) সুরা হাশর,

ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله - سورة حشر ☐

"তোমরা যে খোর্ম্মা বৃক্ষ ছেদন করিয়াছ, অথবা যাহা আপন মূলের উপর খাড়া রাখিয়াছ, তাহা আল্লাহ তায়ালার হুকুমে হইয়াছে।"

তফছিরে আহমদী. ৬৯৩ পৃষ্ঠা,–

জনাব নবি (ছাঃ) ছাহাবাগণকে 'বেনি-নোজাএর" দলের

খোর্ম্মা বৃক্ষ কাটীতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে এক দল খোর্ম্মা গাছ কাটীতে লাগিলেন। আর একদল উহার ফল কাটীতে লাগিলেন। হজরত (ছাঃ) ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, একজন বলিলেন, আমি ফল কাটিয়া বৃক্ষগুলি এইজন্য ত্যাগ করিয়াছি যে, পরিণামে তৎসমস্তই আপনার হইবে। আর একজন বলিলেন, আমি কাফেরদের হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ করার উদ্দেশ্যে বৃক্ষগুলি কাটিয়াছি। সেই সময় উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

ইহাতে বুঝা যায় যে, ফরুয়াত মাসায়েলে একাধিক মজহাবধারী হইলেও এক বেহশ্‌তী ফেরকাভুক্ত হইতে পারা যায়।

(৬) সহিহ বোখারী, ২/৫৯১ পৃষ্ঠা :-

قال رسول الله صلعم يوم الاحزاب لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلى حتى ناتيها و قال بعضهم بل نصلى لم يرد منا فذكر ذلك للنبي صلعم فلم يعنف واحد امنهم

صحيح بخاري ٢/٥٩١ □

রাছুলে খোদা (ছাঃ) খোন্দক যুদ্ধের দিবস বলিয়াছেন, কেহ যেন বানি কোরায়জা ব্যতীত (অন্যস্থানে) আছরের নামাজ না পড়ে, কতক লোকের পথিমধ্যে আছরের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল, ইহাতে তাঁহাদের একদল বলিলেন, আমরা যতক্ষন তথায় পৌঁছতে না পারি, নামাজ পড়িব না, আর তাঁহাদের অন্যদল বলিলেন, হ্যাঁ, আমরা নামাজ পড়িব, উক্ত হজরত আমাদের সম্বন্ধে এই উদ্দ্যেশ্যে উহা বলেন নাই। তৎপরে ইহা নবি ছঃ এর নিকট উল্লেখ করা হইয়াছিল, ইহাতে তিনি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও ভৎর্সনা করেন নাই।”

উপরোক্ত স্থলে হজরত ছাঃ সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যকে

সমর্থন করিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, চারি এমামের কতিপয় স্থানে ফরুয়াত মাসায়েলে ভিন্ন ভিন্ন মত হইলেও তাঁহাদের চারি মাজাহাব এক বেহেশতের পথ।

৭। সহিহ বোখারী, ২/৭৪৬ পৃষ্ঠা :-

انزل القرآن على سبعة احرف - صحيح بخاري ٢/٧٤٦

কোরআন সাত অক্ষরে (কেরাতে) নাজিল করা হইয়াছে।

এই হেতু সাতজন কারী পৃথক পৃথক সাত প্রকার কেরাতে উহা পাঠ করিতেন, অদ্যাবধি জগতের মুসলমানগণ তৎসমুদয়ের মধ্যে কোন এক কেরাতে উক্ত কোরাণ পাঠ করিয়া আসিতেছেন যদি উক্ত কারিগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেরাত পাঠ করিয়া এক বেহেশতী ফেরকাভুক্ত হয়েন, তবে চারি মজহাববলম্বিগণ এক বেহেশতী ফেরকাভূক্ত হইবেন।

كنا مع النبي في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر اين القبلة فصلي كل رجل منا على حياله فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلعم فنزل فاينما تولوا فثم وجه الله. صحيح ترمذي ٤٢ ✪

"আমারা (সাহাবাগণ) নবি (ছাঃ) এর সঙ্গে অন্ধকার রাত্রিতে বিদেশে ছিলাম, 'কেবলা' কোন দিকে তাহা আমরা অবগত হইতে পারিলাম না। ইহাতে আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথক পৃথক দিকে নামাজ পড়িয়া লইলাম। প্রভাতে আমরা (হজরত) নবি (ছাঃ) এর নিকট ইহা উল্লেখ করিলাম। তখন (এই আয়াত) নাজিল হয় ;- তোমরা যে দিকে মুখ কর সেদিকেই আল্লাহর দিক।"

উপরোক্ত চারি ব্যক্তি পৃথক পৃথক দিকে নামাজ পড়িয়াছিলেন, ইহাতে যদি তাহাদের নামাজ জায়েজ হইয়া থাকে এবং তাঁহার সকলেই সত্য পথের পথিক হন, তবে চারি মজহাবালম্বিগণ কেন সত্য পথের পথিক হইবেন না?

হজরত নবি (ছাঃ) এর বিভিন্ন প্রকার কার্য্য ও মত হওয়ার প্রমাণ।

১। সহিত বোখারি, ১/৩১৩ পৃষ্ঠা :-

ان رسول الله صلعم اعطى خيبر ليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها - صحيح بخاري ١/٣١٣

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) য়িহুদিদিগকে খয়বর ভূমিকে কর্ষণ করিতে দিয়াছিলেন, (এই শর্তে) যে, উহা হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে তাহার একাংশ তাহাদের হইবে।

সহিহ মোছলেম, ২/১৪ পৃষ্ঠা :-

ان رسو الله صلعم نهي عن المزارعة و نهى عن المخابرة
صحيح مسلم ٢/١٤

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ভাগের ভূমি কর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

২। সহিহ বোখারি, ১/৩০৪ পৃষ্ঠা :

احتجم النبى صلعم و اعطى الحجام اجره - صحيح بخاري ١/٣٠٤

"(জনাব) নবি (ছাঃ) রক্তমোক্ষন করায়াছিলেন এবং হাজ্জাম কে উহার বেতন দিয়াছিলেন।" সহিহ মোছলেম ২/১৯ পৃষ্ঠা।

كسب الحجام خبيث - صحيح مسلم ٢/١٩

হজরত বলিয়াছেন, হাজ্জামের বেতন হারাম।"
৩। সহিহ বোখারী ১/২৬০ পৃষ্ঠা :-

افطر الحاجم و المحجوم - صحيح بخاري ١/٢٦٠

হজরত বলিয়াছেন-"রক্ত মোক্ষণকারী এবং যাহার রক্ত মোক্ষণ করা হয়, উভয়ের রোজা নষ্ট হইবে।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা :-

ان النبي صلعم احتجم و هو صائم صحيح بخاري ١/٢٦٠

"নিশ্চয় নবি (ছাঃ) রোজাদার অবস্থায় রক্ত মোক্ষণ করাইয়াছিলেন।"

৪। মোয়াত্তায় মালেক, ৮৭ পৃষ্ঠা, ও সহিহ মোছলেম, ১/৩৫৩ পৃষ্ঠা, হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন। -

من اصبح جنبا افطر ذلك اليوم ٥

"যে ব্যাক্তির নাপাক অবস্থায় ফজর হইয়া যায়, সে যেন সেই দিবস এফতার করিয়া রোজা ভাঙ্গিয়া ফেলে। সহিহ বোখারী ১/২৫৮ পৃষ্ঠা,- হজরত আয়িশা (রা) বলিয়াছেন :-

ان رسول صلعم كان يدركه الفجر و هو جنب من اهله ثم يغسل و يصوم - صحيح بخارى ١/٢٥٨

"(হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর স্ত্রী সহবাসে নাপাক অবস্থায় ফজর হইলে, তিনি গোছল করিয়া রোজা করিতেন "

৫। সহিহ বোখারী, ২/৭৬৬ পৃষ্ঠা, সহিহ মোছলেম, ১/৪৫৪ পৃষ্ঠা

تزوج النبی صلعم میمونة و هو محرم - صحیح بخاری ۲/۷۶۶

"এহরাম অবস্থায় নবি (ছাঃ) ময়মুনা বিবির সহিত নিকাহ করিয়াছিলেন।"

সহিহ মোছলেম, ১/৪৫৪ পৃষ্ঠা :-

ان رسول اللہ صلعم تزوجها و هو حلال - صحیح بخاری ۱/۴۵۴

নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এহরাম হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সহিত নিকাহ করিয়াছিলেন।"

সহিহ মোছলেম, ১/৪৫৩ পৃষ্ঠা :-

لا ینکح المحرم ولا ینکح - صحیح مسلم ۴۵۳

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এহরাম বাঁধিয়াছে সে ব্যক্তি যেন নিজে নিকাহ না করে এবং (অন্যকে) নিকাহ করাইয়া না দেয়।"

৬। সহিহ বোখারী ১/২৬০ ও সহিহ মোছলেম ১/৩৫৭ পৃষ্ঠা

ان شئت فصم و ان شئت فافطر ۲۶۰ و صحیح مسلم ۳۵۷

"হজরত বলিয়াছিলেন, (মোছাফের অবস্থায়) যদি তুমি ইচ্ছা কর রোজা রাখ, আর যদি তুমি ইচ্ছা কর, না কর।"

সহিহ মোছলেম, ১/৩৫৬ পৃষ্ঠা :-

اولئک العصاة - صحیح مسلم ۱/۳۵۶

"(হজরত) বলিয়াছেন (যাহারা মোছাফেরি অবস্থায় রোজা রাখে) তাহারা গোনাহগার হইবে।"

৭। সহিহ মোছলেম, ১/৪১৭ পৃষ্ঠা :-

صلاهما باقامة واحدة - صحيح مسلم ١/٤١٧

"হজরত নবি (ছাঃ) (মোজদালেফা নামক স্থানে) মগরব ও এশা এক একামতে পাঠ করিয়াছিলেন।"

সহিহ বোখারি, ১/২২৭ পৃষ্ঠা ও সহিহ মোছলেম, ১/৪১৬ পৃষ্ঠা :-

فجاء المزدلفة فتوضأ فاسبغ ثم اقيمت الصلوة فصلى المغرب (الى) ثم اقيمت العشاء فصلاها - صحيح بخارى ١/٢٢٧ و صحيح مسلم ١/٤١٦

"তৎপরে হজরত মোজদালেফাতে আগমন করিয়া সুন্দররূপে ওজু করিলেন, পরে নামাজের একামত দেওয়া হইল, তখন তিনি মগরিব পড়িয়া লইলেন, অবশেষে এশার একামত দেওয়া হইল, ইহাতে তিনি উক্ত নামাজ পড়িয়া লাইলেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত নবি করিম (ছাঃ) মোজদালেফাতে মগরিব ও এশা দুই একামতে পড়িয়াছিলেন।

৮। সহিহ মোছলেম, ১/১৭২ পৃষ্ঠা :-

صليت خلف النبى صلعم و ابى بكر و عمر و عثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العلمين لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم صحيح مسلم ١/١٧٢

"আমি নবি (ছাঃ) আবু বকর ওমার এবং ওছমানের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছি তাঁহারা আলহামদো লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন

দ্বারা নামায আরম্ভ করিতেন বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম উচ্চারণ করিতেন না।
সহিহ বোখারী, ২/৭৫৪ পৃষ্ঠা

سئل انس كيف كانت قرأة النبى صلعم فقال يمد ببسم الله و يمد بالرحمن و يمد بالرحيم صحيح بخارى ٢/٧٥٤

" আনাছ জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, (হজরত) নবি (ছাঃ) এর কেরাত কিরূপ ছিল? তদুত্তরে তিনি বলিলেন...বিছমিল্লাহ বলিয়া 'মদ' করিতেন, আর-রহমান বলিয়া 'মদ' করিতেন এবং আর- রাহিম বলিয়া 'মদ' করিতেন।

৯। সহিহ, বোখারি, ১/৫৩ পৃষ্ঠা :-

عن نبى صلعم الفخذ عورة - صحيح بخارى ١/٥٣

"নবি আঃ বলিয়াছেন, উরু ঢাকিয়া রাখা ওয়াজেব।"
আরও উক্ত পৃষ্ঠা;-

ثم حسر الازار عن فخذه - صحيح بخارى ١/٥٣

'তৎপরে হজরত ছঃ নিজের উরু হইতে তহবন্দ খুলিয়া ফেলিলেন।'

১০। সহিহ, মোছলেমের টিকা নবাবি, ১/২৯৫ পৃষ্ঠা : হজরত নবি ছাঃ সূর্য্য গ্রহণের নামাজ কিরূপে পাঠ করিয়াছিলেন, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রেওয়াএতে আসিয়াছে, প্রথম রেওয়াতে আছে যে, তিনি প্রত্যেক রাকয়াতে একবার রুকু করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় রেওয়াএতে দুইবার রুকু, তৃতীয় রেওয়াতে তিনবার রুকু, চতুর্থ রেওয়াতে চারিবার রুকু ও পঞ্চম রেওয়এতে

পাঁচবার রুকু করার কথা আছে।

১১। সহিহ্ বোখারী, ১/২৯০ পৃষ্ঠা :

اذا اشترط فی البیع شروطا لاتحل - صحیح بخاري ١/٢٦٠

"ক্রয় বিক্রয়ের শর্ত্ত করিলে, উহা হালাল হয় না।"

আরও উক্ত কেতাবের ১/২৮২ পৃষ্ঠায় ও সহিহ মোছলেলেমের ২/২৮/২৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,

"হজরত নবি (ছাঃ) জাবের সাহাবার উট ক্রয় করিয়াছিলেন, ইহাতে উক্ত সাহাবা মদিনা অবধি উহার উপর আরোহন করিয়া যাওয়ার শর্ত্ত করিয়াছিলেন।"

সহিহ মোছলেম, ১/৩১৬ পৃষ্ঠা :-

ولا في فرسه صدقة - صحيح مسلم ١/٣١٦

"উহার ঘোটকের জাকাত নাই।"

আরও ৩১৯ পৃষ্ঠা :-

اما التی هی له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس
حق الله فی ظهورها ولا رقابها فهي له ستر صحيح مسلم ١/٣١٦

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, ঘোটকের জাকাত ফরজ হইবে। পাঠক, নবি (ছাঃ) শত শত স্থলে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ও ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেহাহ সেত্তা ও অন্যান্য হাদিছ গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। জনাব নবি (ছঃ) তৎ সমস্তের মীমাংসা করিয়া যান নাই, সাহাবা, তাবেয়ি ও এমামগণ কেয়াসে মীমাংসা করিতে গিয়াও ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণা করিয়াছেন, বরং যেহেতু তাঁহারা একে অন্যের তকলীদ করিতে পারেন না, এই হেতু তাহাদের মধ্যে মতভেদ হওয়াও জরুরী, পক্ষান্তরে মজহাব

বিদ্বেষিগণ উক্ত কেয়াসি ব্যবস্থাগুলির তকলিদ করিতে পারেন না, যেহেতু তাহার দাবি করিয়া থাকেন যে, কেয়াস মান্য করা ও উহার তকলিদ করা শেরক, হারাম ও ইবলিছের কর্ম্ম :
মজহাববিদ্বেষিগণ যখন ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করাকে দোজখের পথ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তখন হজরত (ছঃ)কে দোজখী ফেরকার অন্তর্ভূক্ত করিলেন কিনা? আর এজন্য নিজেরা দোজখী ফেরকাভুক্ত হইলেন কিনা তাহা নিরপেক্ষ পাঠকের বিচারাধীন।

সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য ও মতের কারণ ও প্রমাণ

يقول سألت ربي عن اختلاف اصحابي من بعدي فاوحى الي يا محمد ان اصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها اقوى من بعض و لكل نور فمن اخذ بشيئ مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى و قال عليه الصلوة والسلام اصحابي كالنجوم — بايهم اقتديتم اهتديتم رواه رواء رزين مشكوة ৫৫৪

"হজরত নবি (ছঃ) বলিতেছেন, আমার পরে আমার সাহাবাগণের মতভেদ হওয়া সম্বন্ধে আমি আমার প্রতিপালকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন, ইয়া মোহাম্মদ তোমার সাহাবাগণ আমার নিকট আসমানের নক্ষত্রগুলির তুল্য, একে অন্য অপেক্ষা সমাধিক উজ্জ্বল

(নুরানি) এবং প্রত্যেক জনেরই আলোকে আছে, যে কে তাঁহাদের বিভিন্ন কার্য্যকলাপের কোন একটি অবলম্বন করিবে সে ব্যক্তি আমার নিকট সত্য পথে থাকিবে।

আরও হজরত বলিয়াছেন, আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রমালার তুল্য, তোমরা তাঁহাদের যে কোন জনার পয়রবি করিবে, সত্য পথপ্রাপ্ত হইবে। রজিন এই হাদিসটি রেওয়াএত করিয়াছেন।

১। কোরআন শরিফে এরূপ কতক শব্দ আছে যাহার দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে, কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থটি কোরআন বা হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয় নাই, সেই হেতু সাহাবাগণ কেয়াস করিয়া উহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক কত দিবস এদ্দত (বৈধব্যব্রত) পালন করিবে, ইহার জন্য কোরআন শরিফ ثلثة قروء তিন 'কুরু' এদ্দত পালনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তিন 'করু' অর্থে তিন হায়েজ (ঋতু) হইতে পারে, তিন 'তোহর' হইতেও পারে। স্ত্রীলোক দুই হাএজের মধ্যে যত দিবস থাকে, উহাকে 'তোহর' বলা হয়। উক্ত স্থলে প্রকৃত অর্থ তিন হায়েজ হইবে বা তিন 'তোহর' হইবে, উহা স্পষ্টভাবে কোরআন বা হাদিছে উল্লিখিত হয় নাই, এই হেতু হজরত আএশা, এবনো ওমার, এবং জায়েদ রাঃ বলিয়াছেন যে, তিন 'তোহর' এদ্দত হইবে, আর হজরত আবু বকর, ওমার, ওছমান, আলি, এবনো মহউদ, এবনো আব্বাস, এবনো এবনো জোবাএর, ওবাই বেনে কা'ব মোয়াজ, অবুদ্দারদা, ও আবু মুছা রাঃ প্রভৃতি সাহাবাগণ বলিয়াছেন যে, তিন হায়েজ এদ্দত হইবে। এমাম মালেক ও শাফেয়ি রহঃ প্রথমোক্ত সাহাবাগণের মত বারণ করিয়াছেন এবং এমাম আবু হানিফা ও আহমদ রাঃ শেষোক্ত সাহাবাগণের মত অবলম্বন করিয়াছেন। এ স্থলে সাহাবা

গণের ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়ার জন্য চারি এনামের ভিন্ন ভিন মত হইয়াছে।

২। কোরআন শরিফের কোন কোন আয়ত মনছুখ হইয়াছে সাহাবাগণ ইহাতে মতভেদ করিয়াছেন।

সহিহ্ বোখারী, ২/৬৪৭ পৃষ্ঠা :-

و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ليست بمنسوخة الخ عن سلمة نزلت الاية التي بعدها فنسختها الخ صحيح بخاري ٢/٦٤٧

" হজরত এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, রোজার ফিদইয়া দেওয়ার আয়ত মনছুখ হয় নাই, উক্ত আয়তের অর্থ এই যে, যে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা রোজা রাখিতে অক্ষম তাহারা প্রত্যেক রোজার পরিবর্তে এক এক দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করিবে।

হজরত ছালমা রাঃ বলিয়াছেন, উপরোক্ত আয়ত নাজিল হইলে, যে কেহ ইচ্ছা করিলে, রোজা না রাখিয়া দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করিত, তৎপরে পরবর্তি আয়াত নাজিল হইয়া প্রথমোক্ত আয়াতটি মনছুখ করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ অক্ষম বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ব্যতিত কাহারও পক্ষে রোজার পরিবর্তে ফিদইয়া দেওয়া জায়েজ হইবে না।

৩। হজরত নবি ছাঃ একটি কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা সুন্নত কিম্বা মোবাহ ইহাতে সাহাবাগণের মতভেদ হইয়াছে সহিহ বোখারী, ১/২৩৭ পৃষ্ঠা :-

عن عايشة رض قالت انما كان منزل ينزله النبي صلعم ليكون اسمح لخروجه تعنى بالابطح و عن عباس قال ليس التحصيب بشيء انما هو منزل نزل رسول الله صلعم

صحيح بخاري ١/٢٣٧

মূল মর্ম্ম, হজরত আএশা ও এবনো-আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) হজ্জ্ব করিতে যে আবতাহ নামক স্থানে নামিয়া ছিলেন, ইহা বিশ্রাম উদ্দেশ্য করিয়াছিলেন, ইহা সুন্নত নহে।
" সহিহ মোছলে, ১/১২২ পৃষ্ঠা, -

و ان ابن عمر كان يري التحصيب سنة صحيح مسلم ١/١٢٢

"নিশ্চয় হজরত এবনো ওমার (রাঃ) আবতাহ নামক স্থানে অবতরণ করা সুন্নত ধারণা করিতেন।"
৪। কোন সাহাবা একটি কথা হাদিছ বলিয়া বিশ্বাস ন করিয়া উহা ত্যাগ করিয়াছিলেন, আবার অন্য সাহাবা উহা হাদিস বলিয়া বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।
সহিহ্ মোছলেম, ১/৪৮৪ পৃষ্ঠা :-

عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلعم فى المطلقة ثلثا قال ليس لها سكني و لا نفقة - صحيح مسلم ١/٤٨٤

"কয়েছের কন্যা ফাতেমা তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে (হজরত) নবি (ছাঃ) হইতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছেন, উক্ত স্ত্রীলোকটি (এদ্দত অবধি স্বামীর বাড়িতে) বাসস্থান ও খোরাক পাইবে।"
সহিহ, তেরমেজি, ১৪১ পৃষ্ঠা :-

قال عمر لا ندع كتاب ربنا و سنة نبينا بقول امرأة جهلت اونسيت ترمذي ١/١٤١

"(হজরত) ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক (প্রকৃত)

ঘটনা) অবগত হইতে পারে নাই কিম্বা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহার কথায় আমাদের প্রতিপালকের কোরআন ও আমাদের নবীর হাদিস ত্যাগ করিতে পারিব না।"

সহিহ বোখারী, ২/৮০২ পৃষ্ঠা :-

عن عايشة انها قالت مالفاطمة. الاتتقى الله تعني في قولها لاسكنى ولا نفقة صحيح بخاري ٢/٨٠٢

"(হজরত) আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, ফাতেমার কি হইয়াছে যে, সে বলিয়া থাকে তিন তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোক বাসস্থান ও খোরাক পাইবে না, ইহাতে কি সে আল্লাহকে ভয় করে না?

এমাম নাবাবি সহিহ মোসলেমের টীকার ১/৪৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন -

(হজরত) এবনে আব্বাস (রাঃ) উক্ত ফাতেমা বেন্তে কয়েছের হাদিসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের পক্ষে খোরাক ও বাসস্থানের ব্যবস্থা দেন নাই। এমাম আবু হানিফা (রা) হজরত ওমার ও আএশার মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং এমাম আহমদ (রাঃ) হজরত এবনো-আব্বাসের মহ গ্রহণ করিয়াছেন।

৫। হজরত নবি (ছাঃ) একরূপ আদেশ করিয়াছেন, আবার তদ্বিপরীতে অন্য প্রকার কার্য্য করিয়াছেন। এই হেতু সাহাবাগণ উভয় বিষয়ের মধ্যে সমতা স্থাপন করিতে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন।

সহিহ্ বোখারী, ১/১২৬ পৃষ্ঠা :-

اذا اتى احدكم الغائط فلايستقبل القبلة ولا يولها ظهره صحيح بخاري ١/٢٦

"যখন তোমাদের কেহ পায়খানায় যায়, তখন যেন সে কা'বা শরিফকে সম্মুখ কিম্বা পশ্চাৎ করিয়া না বসে।"

আরও ২৭ পৃষ্ঠা ,-

عن عبد الله بن عمر قال فرأيت رسول الله صلعم
يقضى حاجته مستدبر القبلة - صحيح بخارى ١/٢٧

" (হজরত) আবদুল্লাহ বেনে ওমার বলিয়াছেন, আমি কা'বা-শরিফকে পশ্চাৎ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে রাছুলল্লাহ (ছাঃ)কে দেখিয়াছি।"

সাহাবাগণ হজরত (ছাঃ) এর ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দেখিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন, হজরত ইবনো আব্বাস ও এবনো ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রান্তরে খোলা ময়দানে) কা'বা শরিফকে সম্মুখ কিম্বা পশ্চাৎ করিয়া মল মূত্র ত্যাগ করা জায়েজ নহে, কিন্তু বাঁধা পায়খানার উহা জায়েজ হইবে।

হজরত আবু হোরায়রা ছালমান ও আবু আইউব (রাঃ) প্রভৃতি সাহাবাগণ বলিয়াছেন, কা'বা গৃহকে পশ্চাৎ অথবা সম্মুখ করিয়া কি খোলা ময়দানে, বা বাঁধা পায়খানায় কোন স্থানে মলমুত্র ত্যাগ করা জায়েজ হইবে না।

এমাম মালেক ও শাফেয়ি (রাঃ) প্রথমোক্ত দুই সাহাবার মত অবলম্বন করিয়াছেন এবং এমাম আবু হানিফা ও আহমদ (রাঃ) শেষোক্ত তিন সাহাবার মত স্বীকার করিয়াছেন।

৬। কোন সাহাবা হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কোন সাহাবা উহার অস্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, হজরত নবি (ছাঃ) একদল সাহাবাকে বনি কোরায়জায় উপস্থিত হইয়া আছরের নামাজ পড়িতে আদেশ করিয়াছেন, ইহাতে তাহাদের একদল হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করত: তথায় উপস্থিত হইয়া আছর

পড়িয়াছিলেন, আর একদল উহার অস্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পথি-মধ্যে আছর পড়িয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ ইতিপুর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

৭। যে সমস্ত বিষয় কোরআন ও হাদিছের স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হয় নাই, তৎসমস্তের ব্যবস্থা বিধান করিতে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছিলেন।

সহিহ্ বোখারি, ২/৮২৫ পৃষ্ঠা ,-

قال ابوبكر الطافى حلال - صحيح بخارى ٢/٨٢٥

"(হজরত) আবুবকর (রাঃ) বলিয়াছেন, যে মৎস্য (নদীতে) মরিয়া ভাসিতে থাকে, উহা হালাল।"

কানপুরি ছাপার আবু দাউদ, ২/৫৩৪ পৃষ্ঠা -

و ما طفا فلاتاكلوه رواه الثوري و ايوب و حماد عن ابى الزبير موقوفا على جابر - صحيح ابو داؤد ٢/٥٣٤

"ছওরি, আইউব ও হাম্মাদ, আবুজ্জোবাএর কর্ত্তৃক রেওয়াএত করিয়াছেন যে, (হজরত) জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, যে মৎস্য মরিয়া (নদীতে) ভাসিতে থাকে, তোমরা উহা ভক্ষণ করিও না।"

এমাম মালেক ও শাফেয়ি প্রথম মত অবলম্বন করিয়াছেন এবং এমাম আবু হানিফা ও আহমদ শেষোক্ত মত ধারণ করিয়াছেন।

পাঠক, সাহাবাগণ বহু শত স্থলে এইরূপ মতভেদ করিয়াছেন এস্থলে আমি সহিহ্ তেরমেজি হইতে তাহাদের কতকগুলি মতভেদ ঘটিত মসলার উল্লেখ করিতেছি।

১। সহিহ তেরমেজি, ১২০ পৃষ্ঠা,-

فراى بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم ان المشى امام الجنازة افضل وهو قول الشافعى واحمد وقدذهب

بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم الى هذا و رأوا ان المشى خلفها افضل و به يقول الثورى و اسحق ترمذي ١/١٢٠

"কতক মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি এই মত ধারণ করিয়াছেন যে, জানাজার সম্মুখে চলা উত্তম, ইহা শাফেয়ি ও আহমদের মজহাব। (এমাম মালেক এই মত ধারন করিয়াছেন)। কতক মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ির মতে উহার পশ্চাতে চলা উত্তম, ইহা ছওরি, ইসহাক, (আবু হানিফা ও আওজায়ির) মত।"

২। তেরমেজি, ১২২/১২৩ পৃষ্ঠা,–

و العمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وان لم يستهل بعد ان يعلم انه خلق و هو قول احمد و اسحق و قد ذهب بعض اهل العام الى هذا و قالوا لا يصلى على الطفل حتى يستهل و هو قول الثوري و الشافعي صحيح ترمذى ١/١٢٢-١٢٣

"কতক মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, যদিও ক্রন্দন না করে, তবু তাহার জানাজা পড়িতে হইবে, ইহা (এমাম) আহমদ ও ইসহাকের মত। আর কতক মোজতাহেদ বলিয়াছেন, শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রন্দন না করিলে, তাহার জানাজা পড়িতে হইবে না, ইহা ছওরি, শাফেয়ি (ও আবু হানিফার) মত।"

৩। তেরমেজি, ১২৩ পৃষ্ঠা,–

و العمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم وهو قول الشافعى و اسحاق و قال بعض اهل

العام لا يصلى على القبر و هو قول مالك ـ صحيح ترمذى ۱/۱۲۳

অধিকাংশ মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি কবরের নিকট জানাজা পড়িতেন, ইহা শাফেয়ি, আহমদ, ইসহাক (ও আবু হানিফার) মত অন্য দল বলিয়াছেন, কবরের নিকট জানাজা পড়া যাইবে না, ইহা এমাম মালেকের মত।

৪। সহিহ তেরমেজি, ১২৮ পৃষ্ঠা,–

فرأي اكثر اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم ان يرفع الرجل يديه فى كل تكبيرة على الجنازة و هو قول ابن المبارك و الشافعي و احمد و اسحق و قال بعض اهل العلم لا يرفع يديه الا فى اول مرة و هو قول الثورى و اهل الكوفة ـ صحيح ترمذى ۱/۱۹۸

“অধিকাংশ মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ির মত এই যে, জানাজা নামাজে প্রত্যেক তকবিরে দুই হাত উঠাইবে, ইহা এবনোল–মোবারক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইসহাকের মত, আর একদল বলিয়াছেন যে, প্রথমবার ব্যতীত দুই হাত উঠাইবে না, ইহা (ছুফ্ইয়ান) ছওরি ও কুফাবাসিগণের মত।”

৫। উক্ত কেতাব, ১৩৪ পৃষ্ঠা,–

و العمل علي هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلعم منهم عمر بن الخطاب قال اذا تزوج الرجل امراة و شرط لها ان لا يخرجها من مصرها فليس له ان يخرجها و هو قول بعض اهل العلم و به يقول الشافعى و احمد و اسحق و روي عن على بن ابى طالب انه قال

شرط الله قبل شرطها كانه راي للزوج ان يخرجها و ان كانت اشترطت على زوجها ان لا يخرجها و ذهب بعض اهل العلم الى هذا و هو قول سفيان الثوري و بعض اهل الكوفة - صحيح ترمذي ١/١٣٤

"(হজরত) ওমার বেনোল-খাত্তাব ও একদল মোজতাহেদ সাহাবা বলিয়াছেন, যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের সহিত এই শর্ত্তে নিকাহ করে যে, তাহাকে তাহার শহর হইতে অন্যত্রে লইয়া যাইবে না, তবে সেই ব্যক্তি উক্ত স্ত্রীকে অন্যত্রে লইয়া যাইতে পারিবে না, ইহা একদল বিদ্বান, শাফেয়ি, আহমদ ও ইছহাকের মত।

(হজরত) আলি বেনে আবি তালেব বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার শর্ত্ত, স্ত্রীর শর্ত্ত অপেক্ষা অগ্রগণ্য, তাঁহার মত এই যে, যদিও স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে এই শর্ত্ত করিয়া লয় যে, সে ব্যক্তি তাহাকে তাহার শহর হইতে অন্যত্রে লইয়া যাইবে না, তবু স্বামী তাহাকে অন্যত্রে লইয়া যাইতে পারে। ইহা একদল বিদ্বান, ছুফইয়ান, ছওরি ও কুফাবাসিদের মত।"

৬। উক্ত কেতাব, ১৩৬ পৃষ্ঠা,-

و العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلعم و غيرهم و به يقول الثوري و احمد و اسحق و قال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلعم منهم علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت و ابن عباس و ابن عمر اذا تزوج الرجل امراة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها و عليها العدة و هو قول الشافعي صحيح ترمذي ١/١٣٦

"কতক মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য মোহর নির্দ্দিষ্ট করে নাই এবং তাহার সহিত সঙ্গম করে নাই, এই অবস্থায় সেই স্বামী মরিয়া যায়, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সেই স্ত্রীলোকটি মোহর ও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাইবে এবং এদ্দত পালন করিবে। ইহা ছওরি আহমদ, ইসহাক (ও আবু হানিফার মত)।

(হজরত) আলি বেনে আবি তালেব, জয়েদ বেনে ছাবেতাএবনো–আব্বাছ এবনো-ওমার ও একদল মোজতাহেদ সাহাবা বলিয়াছেন, সেই স্ত্রীলোকটি মোহর পাইবে না, কিন্তু স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ পাইবে এবং এদ্দত পালন করিতে বাধ্য হইবে। ইহা শাফেয়ির মত।"

(৭) উক্ত কেতাব, ১৩৭ পৃষ্ঠা, -

و العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلعم و غيرهم و هو قول الشافعى و اسحق و قال احمد هو مذهب قوي و قال بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم و غيرهم يحرم قليل الرضاع و كثيره اذا وصل الى الجوف و هو قول سفيان الثورى و مالك بن انس و الا وزاعي وعبدالله بن المبارك و اهل الكوفة . ترمذى ١/١٣٧

"কতক মোজতাহেদ.সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, শিশু সন্তান পাঁচ বার কোন স্ত্রীলোকের দুগ্ধ পান করিলে, কয়েক রেশ্‌তা হারাম হইবে। ইহা শাফেয়ি, ইছহাক ও আহমদের মত। আর এক দল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, দুগ্ধ অল্প পরিমাণ পান করুক, আর বেশী পরিমাণ করম্নক, কয়েক রেশতা

হারাম করিয়া দিবে, ইহা ছুফ ইয়ান ছওরি, মালেক বেনে আনাছ, আওজায়ি, আবদুল্লাহ বেনেল মোবারক, অকি ও কুফাবাসীদিগের মত।"

(৮) উক্ত কেতাব, ১৩৭ পৃষ্ঠা,-

و العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم اجازو اشهادة المرأة الواحدة فى الرضاع و بة يقول احمد و اسحق و قال بعض اهل العلم لا تجوز شهادة امراة واحدة فى الرضاع حتى يكون اكثر وهو قول الشافعي صحيح ترمذي ١/١٣٧

"কতক মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি দুগ্ধ পান সম্বন্ধে একটি স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণীয় সাব্যস্ত করিয়াছেন, ইহা আহমদ ও ইছহাকের মত। অন্য দল বলিয়াছেন, দুইটি পুরুষ লোক বা একটি পরুষ ও দুইটি স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য না হইলে কেবল একটি স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যে দুগ্ধ পানের হুকুম সাব্যস্ত হইবে না। ইহা শাফিয়ি, অকি ও (এমাম আবু হানিফার) মত।"

(৯) উক্ত কেতাব ১৪০ পৃষ্ঠা ,-

و العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلعم وغيرهم ان طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع و قال بعضهم ان طلقها ثلاثا و هي طاهر فانه يكون للسنة ايضا و هو قول الشافعي و احمد و قال بعضهم لا يكون ثلاثا للسنة الا ان يطلقها واحدة و هو قول الثوري و اسحق - صحيح ترمذي ١/١٤٠

"মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়িগণ এইরূপ মতধারণ করিয়া

ছেন যে, যখন স্ত্রী হায়েজ হইতে পাক থাকে এবং উক্ত তোহরে তাহার সহিত সঙ্গম করা হইয়া না থাকে, এইরূপ অবস্থায় তাহাকে তালাক দিলে, সুন্নত তালাক হইবে। তাঁহাদের একদল বলেন স্ত্রীকে তাহার 'তোহর' অবস্থায় তিন তালাক দিলেও উহা সুন্নত তালাক হইবে, ইহা শাফেয়ী ও আহমদের মত। আর এক দল সাহাবা বলেন, তিন তালাক দিলে, সুন্নত তালাক হইবে না, বরং এক তালাক দিলে সুন্নত তালাক হইবে, ইহা ছওরি, ইছহাক ও (আবু হানিফার) মত।"

(১০) সহিহ তেরমেজি, ১৪০/১৪১ পৃষ্ঠা ,-

قال بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم منهم عمر بن الخطاب و عبد الله بن مسعود هى واحدة و قال عثمان بن عفان و زيد بن ثابت القضا ما قضت و قال ابن عمر كان القول قوله و ذهب سفيان و اهل الكوفة الى قول عمر و عبد الله اما مالك بن انس فقال القضا ما قضت و هو قول احمد و اسحق فذهب الى قول ابن عمر - صحيح ترمذي ١/١٤٠/١٤١

(হজরত) ওমার বেনেল খাত্তাব আবদুল্লাহ বেনে মছউদ ও একদল মোজতাহেদ সাহাবা বলিয়াছেন, যদি স্বামী স্ত্রীর উপর তালাকের ক্ষমতা প্রদান করিয়া বলে امرك بيدك তোমার তালাকের কার্য্য তোমার হাতে থাকিল। তবে উহাতে তাহার এক তালাক দেওয়ার অধিকার থাকিবে।"

(হজরত) ওছমান বেনে আফ্যান ও জায়েদ বেনে ছাবেত বলিয়াছেন, স্ত্রী যাহা নিয়ত করিবে, তাহাই হইবে। (হজরত) এবনো ওমার বলিয়াছেন, স্বামীর নিয়ত গ্রাহ্য হইবে। ছুফইয়ান

ছওরি ও কুফাবাসীগণ প্রথম মতটি অবলম্বন করিয়াছেন। (এমাম) মালেক বেনে আনাছ ও আহমদ দ্বিতীয় মত গ্রহণ করিয়াছেন, ইছহাক তৃতীয় মত গ্রহণ করিয়াছেন।

(১১) উক্ত কেতাব, ১৪১ পৃষ্ঠা ,-

و هو قول بعض اهل العلم و به يقول احمد و اسحق قال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلعم منهم عمر و عبد الله ان المطلقة ثلاثا لها السكني و النفقة و هو قول سفيان الثوري اهل الكوفة و قال بعض اهل العلم لها السكني لا نفقة لها وهو قول مالك بن انس و الليث بن سعد و الشافعى صحيح ترمذى ١/١٤١

একদল মোজতাহেদ বলিয়াছেন, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক (এদ্দত অবধি) বাসস্থান ও খোরাক পাইবে না, ইহা আহমদ ও ইছহাকের মত। কতক মোজতাহেদ সাহাবা তন্মধ্যে (হজরত) ওমার ও আবদুল্লাহ (বেনে মছউদ) আছেন, বলিয়াছেন, তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক (এদ্দত অবধি) বাসস্থান ও খোরাক পাইবে, ইহা ছুফইয়ান ছওরি ও কুফাবাসীদিগের মত। অন্য দল বলিয়াছেন, উক্ত স্ত্রীলোক বাসস্থান পাইবে, কিন্তু খোরাক পাইবে না, মালেক বেনে আনাছ. লাএছ বেনে ছা'দ ও শাফেয়ির মত।

(১২) উক্ত কেতাব, ১৪৪ পৃষ্ঠা ,-

اختلف اهل العلم فيه اذا مضت اربعة اشهر فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلعم و غيرهم اذا مضت اربعة اشهر يوقف فاما ان يفيء و اما ان يطلق وهو قول مالك بن انس و الشافعى و احمد و اسحق و قال بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم و غيرهم اذا مضت اربعة

اشهر فهى تطليقة بائنة و هو قول الثورى و اهل الكوفة

صحيح ترمذى ١/١٤٤

যদি কেহ নিজের স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিবে না বলিয়া শপথ করে, তৎপরে চারি মাস গত হইয়া যায়, তবে ইহাতে কি হইবে ইহাতে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন, একদল মোজতাহেদ সাহাবা ও তায়েবি বলিয়াছেন, তাহাকে আবদ্ধ রাখা হইবে, হয়ত সে ব্যক্তি স্ত্রীসঙ্গম করিবে, না হয় (তালাক) দিবে, ইহা মালেক বেনে আনাছ, শাফিয়ি, আহমদ ও ইছাহাকের মত। অন্য দল সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, চারি মাস গত হইলে, এক তালাক বাএন হইয়া যাইবে, ইহা ছওরি ও কুফাবাসীদিগের মত।"

(১৩) উক্ত কেতাব, ১৪৬ পৃষ্ঠা,-

و العمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم و غيرهم لم يروا باسا ببيع المدبر و هو قول الشافعى و احمد و اسحق و كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبى صلعم و غيرهم بيع المدبر و هو قول سفيان الثورى و مالك و الاوزاعى صحيح ترمذى ١/١٤٦

"একদল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি মালিক যে দাসকে তাহার মৃত্যু অন্তে (আজাদ) করিয়া দেওয়ার অঙ্গীকার করে, তাহাকে বিক্রয় করা জায়েজ ধারণা করিতেন, ইহা শাফিয়ি, আহমদ ও ইছহাকের মত। আর একদল সাহাবা ও তাবেয়ি তাহার বিক্রয় করা দুষিত বলিয়াছেন, ইহা ছুফইয়ান ছওরি, মালেক (আবু হানিফা) ও আওজায়ির মত।"

(১৪) উক্ত কেতাব ১৪৬ পৃষ্ঠা ,-

و العمل على هذا عند اكثر من اصحاب النبى صلعم و غيرهم فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة و هوقول سفيان الثوري و اهل الكوفة و به يقول احمد و قد رخص بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم فى بيع الحيوان نسيئة وهوقول الشافعى و اسحق - صحيح ترمذى ١/١٤٨

"অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেয়ি এই মতাবলম্বন করিয়াছেন যে, ধারে একটি অন্য পশুর পরিবর্ত্তে বিক্রয় করা জায়েজ নহে, ইহা ছুফইয়ান ছওরি, আহমদ ও কুফাবাসীদিগের মত। অন্য দল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি উহা জায়েজ স্থির করিয়াছেন, ইহা শাফেরি ও ইছহাকের মত।"

(১৫) উক্ত কেতাব ১৫০ পৃষ্ঠা ,-

و العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم و غيرهم و هوقول الشافعى و احمد و اسحق و قالوا الفرقة بالابدان لا بالكلام و قال بعض اهل العلم معنى قول النبى صلعم مالم يتفرقا يعنى الفرقة بالكلام و هو قول الثوري و هكذا روى عن مالك صحيح ترمذى ١/١٥٠

"কতক মোজতাহেদ সাহাবা এই মতাবলম্বন করিয়াছেন যে, ক্রেতা বিক্রেতা ইজাব ও কবুলের (স্বীকার এবং উক্তির) পরে মজলিশ (স্থান) পরিত্যাগ না করা পর্য্যন্ত উক্ত ক্রয় বিক্রয় ফসখ করিতে পারে ইহা শাফেয়ী, আহমদ ও ইছহাকের মত। অন্য দল বলেন, এক পক্ষ হইতে ইজাব করার পরে যতক্ষণ দ্বিতীয় পক্ষ কবুল না করে, ততক্ষণ উহা ফছখ করিতে পারে। ইহা ছওরি মালেক ও (কুফাবাসিগণের) মত।"

১৬। উক্ত কেতাব, ১৫৭ পৃষ্ঠা ,-

فرای بعض اهل العلم من اصحاب النبی صلعم و غیرهم السلم فی الحیوان جائزا و هوقول الشافعی و احمد و اسحق و کره بعض اهل العلم من اصحاب النبی صلعم و غیرهم السلم فی الحیوان و هوقول سفیان الثوري و اهل الکوفة صحیح ترمذی ١/١٥٧

"কতক মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি পশুর দাদন দেওয়া জায়েজ ধারণা করিয়াছেন, ইহা শাফেয়ি, আহমদ ও ইহছাকের মত। কতক মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি পশুর দাদন দেওয়া দূষিত বলিয়াছেন, ইহা ছুফইয়ান ছওরি ও কুফাবাসিদিগের মত।"

১৭। উক্ত কেতাব, ১৬৪ পৃষ্ঠা ,-

و العمل علی هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبی صلعم منهم عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و به یقول الشافعی و احمد و اسحق لایرون الشفعة الا للخلیط و لا یرون للجار شفعة اذا لم یکن خلیطا و قال بعض اهل العلم من اصحاب النبی صلعم و غیرهم الشفعة للجار و هو قول الثوري و ابن المبارک و اهل الکوفة صحیح ترمذي ١/١٦٤

(হজরত) ওমার বেনেল খাত্তাব, ওছমান বেনে আফ্যান ও কতক মোজতাহেদ সাহাবা এই মতাবলম্বন করিয়াছেন যে, কেবল শরিক 'হক্কে শাফয়ার' অধিকারী হইবে, যে প্রতিবেশী শরিক না হয়, সে উহার অধিকারী হইবে না, ইহা শাফেয়ি, আহমদ ও ইছহাকের মত। অন্য এক দল সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, "প্রতিবেশী হক্কে শুফয়ার" অধিকারী হইবে, ইহা ছওরি, এবনোল মোবারক ও কুফাবাসিদিগের মত।"

১৮। উক্ত কেতাব, ১৬৫ পৃষ্ঠা :-

و العلم على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم رخصوا فى اللقطة فاذا عرفها سنة فلم يجد ها من يعرفها ان ينتفع بها و هو قول الشافعي و احمد و إسحق و قال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلعم وغيرهم يعرفها سنة فان جاء صاحبها والا تصدق بها و هو قول الثوري و عبد الله بن المبارك و هو قول اهل الكوفة صحيح ترمذى ١/١٦٥ *

কতক মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, কেহ কোন বস্তু পথে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া উঠাইয়া লইলে এক বৎসর উহা লোককে ঘোষণা করিবে, যদি ইহার মালিকের অনুসন্ধান না পাওয়া যায় তবে সে নিজে উহা ব্যবহার করিবে, ইহা শাফেয়ী, আহমদ ও এছহাকের মত। আর একদল সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, উহা এক বৎসর ঘোষণা করিবে, যদি উহার মালিক উপস্থিত হয়, (তবে তাহাকে দিবে) নচেৎ উহা (দরিদ্রকে) দান করিবে, ইহা ছওরি, আবদুল্লাহ বেনেলমোবারক ও কুফাবাসিদিগের মত।

১৯। উক্ত কেতাব, ১৭৩ পৃষ্ঠা :-

و العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم منهم على بن ابى طالب و ابي بن كعب و عبد الله بن مسعود وغيرهم قال الثيب يجلد و يرجم و هو قول اسحق و قال بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم منهم ابوبكر و عمر وغيرهما الثيب انما عليه الرجم ولا يجلد و هو قول سفيان الثورى و ابن امبارك و الشافعى و احمد صحيح ترمذى ١/١٧٣

"(হজরত) আলি বেনে আবি তালেব, ওবাই বেনে কা'বা, আবদুল্লাহ বেনে মছউদ প্রভৃতি মোজতাহেদ সাহাবা বলিয়াছেন, বিবাহিত লোক ব্যভিচার করিলে, তাহাকে শত বেত মারা হইবে, তৎপরে প্রস্তরাঘাত করা হইবে। ইহা ইছহাকের মত। (হজরত) আব্বুকর, ওমার প্রভৃতি মোজতাহেদ সাহাবা বলিয়াছেন, বিবাহিত লোককে বেত মারিতে হইবে না, বরং কেবল তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিতে হইবে, ইহা ছুফইয়ান ছওরি, এবনোল-মোবারক শাফেয়ি, আহমদ ও (আবু হানিফার) মত।"

২০। উক্ত কেতাব, ১৭৪ পৃষ্ঠা ,-

و العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم منهم ابوبكر الصديق قطع في خمسة دراهم و روى عن عثمان و على انهما قطعا فى ربع دنيا ر وروي عن ابى هريرة و ابي سعيد انما قالا تقطع اليد فى خمسة دراهم و هو قول مالك بن انس و الشافعى و احمد و اسحق راوا القطع في ربع دينار و قدروي عن ابن مسعود انه قال لا قطع الا فى دينار اوعشرة دراهم و هو قول سفيان الثوري و اهل الكفة صحيح ترمذي ١/١٧٤

"(হজরত) আবু বকর ছিদ্দিক, আবু ছইদ ও কতক মোজতাহেদ সাহাবা এই মতাবলম্বন করিয়াছেন যে কেহ ৫ দেরেম চুরি করিলে, তাহার হাত কাটা যাইবে। (হজরত) ওছমান ও আলি (রাঃ) দিনারের এক চতুর্থাংশ (তিন দেরেম) চুরিতে হাত কাটিয়া দিয়াছিলেন, ইহা মালেক বেনে আনাছ, শাফিয়ি, আহমদ ও ইছহাকের মত। (হজরত) এবনে মছউদ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এক দীনার বা দশ দেরমের কমে হাত কাটিতে হইবে না, ইহা ছুফ্ইয়ান ছওরি ও কুফাবাসিদিগের মত।

২১। উক্ত কেতাব, ১৮৪ পৃষ্ঠা ,-

قال قوم من اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم لانذر في معصية الله و كفارته كفارة يمين و هو قول احمد و اسحق و قال بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم لانذر في معصية ولا كفارة في ذلك وهو قول مالك و الشافعي صحيح ترمذي ١/١٨٤

"একদল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতায় মানসা করিতে নাই, উহার কাফ্‌ফারা কছমের কাফ্‌ফারা তুল্য হইবে, ইহা আহমদ ও ইছহাকের মত। অন্য দল সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, গোনাহ কার্য্যে মানসা করিতে নাই এবং উহার কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না, ইহা মালেক ও শাফেয়ির মত।"

২২। উক্ত কেতাব, ১০২ পৃষ্ঠা ,-

صام ايام التشريق في قول بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم منهم ابن عمر و عايشة و به يقول مالك و الشافعى و احمد واسحاق وقال بعضهم لايصوم ايام التشريق و هو قول اهل الكوفة صحيح ترمذى ١٠٢ ★

এবনো ওমার, আএশা ও একদল মোজতাহেদ সাহাবার মতে যে ব্যক্তি হজ্জকালে 'তামাত্তো' (تمتع) করিয়া কোরবানি করিতে না পারে, সে ব্যক্তি তশরিকের দিবসে রোজা রাখিবে। ইহা মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও ইছহাকের মত। অন্য দল সাহাবা বলিয়াছেন, তশরিকের দিবসগুলিতে রোযা করিবে না, ইহা কুফাবাসিদিগের মত।"

২৩। উক্ত কেতাব, ১০৩, ১০৪ পৃষ্ঠা ,-

و العمل على هذا عند بعض اصحاب النبي صلعم منهم عمر بن الخطاب و علي بن ابي طالب و ابن عمر و به يقول مالك و الشافعي و احمد و اسحق لايرون ان يتزوج المحرم و قالوا ان نكح فنكاحه باطل و العمل على هذا عند بعض اهل العلم و به يقول سفيان الثوري و اهل الكوفة صحيح ترمذي ١٠٣ - ١٠٤/١ ★

"(হজরত) ওমার বেনেল খাত্তাব, আলি বেনে আবি তালেব, এবনো-ওমার ও কতক মোজতাহেদ সাহাবা এই মতাবলম্বন করিয়াছেন যে, 'এহরামকারী নিকাহ্ করিলে না, যদি নিকাহ করে, তবে উহা বাতীল হইবে। অন্য একদল বলিয়াছেন, উক্ত নিকাহ জায়েজ হইবে, ইহা ছুফ্ইয়ান ছওরি ও কুফাবাসিদের মত।"

২৪। উক্ত কেতাব, ১০৪ ফৃষ্ঠা ,-

و العمل على هذا عند بعض اهل العلم لايرون باكل الصيد للمحرم باسا اذا لم يصطده او يصد من اجله قال الشافعي و العمل على هذا و قول احمد و اسحق و ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلعم و غيرهم الى هذا الحديث و كرهوا اكل الصيد للمحرم صحيح ترمذي ١٠٤/١

"একদল মোজতাহেদ বলিয়াছেন, যদি কেহ 'এরহাম' অবস্থায় নিজে শীকার করিয়া না থাকে বা তাহার উদ্দেশ্যে শীকার করা না হইয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি উক্ত পশু ভক্ষণ করিতে পারে, ইহা শাফেয়ি, আহমদ ও ইছহাকের মত। আর অন্য একদল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি উহা দূষিত বলিয়াছেন॥'

২৫। উক্ত কেতাব, ১১৪ পৃষ্ঠা ,-

و العمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي
صلعم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحدا و هو قول
الشافعي و احمد و اسحق و قال بعض اهل العلم من
اصحاب النبي صلعم وغيرهم يطوف طوافين و يسعى
سعيين و هو قول الثوري و اهل الكوفة صحيح ترمذي ١/١١٤

"একদল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ ও 'ওমরা' এক সঙ্গে করিয়া থাকে, সে ব্যক্তি একবার 'তাওয়াফ' করিবে, ইহা শাফেয়ি, আহমদ ও ইছহাকের মত। আর একদল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, দুইবার 'তওয়াফ' করিবে এবং দুইবার 'ছাফা' ও মারওয়া'র মধ্যে দ্রুত গমন করিবে। ইহা ছওরি ও কুফাবাসিদিগের মত।"

২৬। উক্ত কেতাব, ৯৯ পৃষ্ঠা ,-

فراى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلعم وغيرهم
ان يعود المريض و يشيع الجنازة و هو قول سفيان الثوري
و ابن المبارك و قال بعضهم ليس له ان يفعل شيا من
هذا و هو قول مالك و الشافعي صحيح ترمذي ١/٩٩

"একদল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি এই মত ধারণ করিছেন, 'এ'তেকাফকারী ব্যক্তি পীড়িতের শুশ্রূষা করিতে ও জানাযার পশ্চাতে গমন করিতে পারিবে, ইহা ছুফ্ইয়ান ছওরি ও এবনোল মোবারকের মত। অন্যদল বলেন, এই কার্য্যগুলি করিতে পারিবে না, ইহা মালেক ও শাফেয়ির মত।"

২৭। উক্ত কেতাব, ৮৪ পৃষ্ঠা ,-

و العمل على هذا عند بعض اهل العلم يرون من كل شيء صاعا هو قول الشافعى و احمد و اسحاق و قال بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم من كل شيء صاع الا من البر فانه يجزئ نصف صاع و هو قول سفيان الثورى و ابن المبارك و اهل الكوفة صحيح ترمذى ١/٨٥

"কতক মোজতাহেদের মত এই যে, (ফেৎরাতে) প্রত্যেক বস্তুর এক ছা দিতে হইবে, ইহা শাফেয়ি, আহমদ ও ইছহাকের মত। অন্য দল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, গম ব্যতীত প্রত্যেক বিষয়ের এক ছা' (صاع) দিতে হইবে, গম অর্দ্ধ ছা যথেষ্ট হইবে, ইহা ছুফ্ইয়ান ছওরি, এবনোল-মোবারক ও কুফাবাসিদিগের মত।"

২৮। উক্ত কেতাব, ৯১/৯২ পৃষ্ঠা, -

و العمل عند بعض اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم ان الصائم المتطوع اذا افطر لا قضاء عليه و هو قول سفيان الثوري و احمد و اسحاق و الشافعى و ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبى صلعم وغيرهم الى هذا الحديث فراوا عليه القضاء اذا افطر و هو قول مالك بن انس صحيح ترمذي ٩٢-١/٩١

"একদল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, নফল রোজাকারী (দিবসে) এফতার করিলে, উহার কাজা ওয়াজেব হইবে না, ইহা ছুফইয়ান ছওরি, আহমদ, ইছহাক ও শাফেয়ির মত। অন্যদল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ির মত এই যে, উহাতে কাজা ওয়াজেব হইবে, ইহা মালেক বেনে আনাছ ও (আবু হানিফার) মত।"

২৯। উক্ত কেতাব, ৩১ পৃষ্ঠা ,-

و قد روي نحو هذا عن غير واحد من اهل العلم من
اصحاب النبى صلعم و التابعين و هو قول سفيان الثورى
و اهل الكوفة قالوا ليس فى القبلة وضوء و قال مالك و
الا و زاعى و احمد و اسحاق فى القبلة وضوء و هو قول
غير واحد من اصحاب النبي صلعم و التابعين صحيح
ترمذي ١/١٣

"একাধিক মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি রেওয়াএত করিয়াছেন যে, (স্ত্রীলোকের মুখ চুম্বন করিলে, ওজু নষ্ট হয় না, ইহা ছুফ্‌ইয়ান ও কুফাবাসিদিগের মত। অন্য একাধিক মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন যে, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে, ইহা মালেক, আওজায়ি, শাফিয়ি, আহমদ ও ইছহাকের মত।"

৩০। উক্ত পৃষ্ঠা ,-

راى غير واحد من اصحاب النبى صلعم وغيرهم من
التابعين الوضوء من القيء و الرعاف و هو قول سفيان
الثوري و ابن المبارك و احمد و اسحق و قال بعض اهل
العلم ليس فى القيء و الرعاف وضوء و هو قول مالك و
الشافعى صحيح ترمذي ١/٣

"একাধিক মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ির মতে বমন করিলে ও নাসিকা হইতে রক্তপাত হইলে, ওজু নষ্ট হয়, ইহা ছুফ্‌ইয়ান ছওরি, এবনোল মোবারক, আহমদ, ইছাহাক (ও আবু হানিফার) মত। একদল মোজতাহেদ বলেন, উহাতে ওজু নষ্ট হইবে না, ইহা মালেক ও শাফিয়ির মত।"

৩১। উক্ত কেতাব, ২২ পৃষ্ঠা ,-

اختاره غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبى صلعم

و التابعين و به يقول الشافعي و احمد و اسحاق يستحبون التغليس بصلوة الفجر و رأي غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلعم و التابعين الاسفار بصلوة الفجر و به يقول الثوري صحيح ترمذي ١/٢٢

একাধিক মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ির মনোনীত মত এই যে, অন্ধকার থাকিতে ফজর পড়া মোস্তাহাব, (ইহা শাফেয়ি, আহমদ ও ইছহাকের মত)। অন্য একাধিক সাহাবা ও তাবেয়ির মতে পরিস্কার হইলে, ফজর পড়া মোস্তাহাব. ইহা ছুফ্ইয়ান ছওরি ও (আবু হানিফার) মত।"

৩২। উক্ত কেতাব ২২/২৩ পৃষ্ঠা ,-

هو الذى اختاره اهل العلم من اصحاب النبى صلعم و من بعدهم اختار قوم من اهل العلم تاخير صلوة الظهر فى شدة الحر و هو قول ابن المبارك واحمد و اسحاق - صحيح ترمذي ١/٢٢-٢٣

"একদল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ির মনোনীত মতে সত্তর জোহরের নামাজ পড়া মোস্তাহাব, (ইহা শাফেয়ির মত)। অন্য দলের মনোনীত মতে অতিরিক্ত গ্রীস্মকালে উহা বিলম্ব করিয়া পড়া মোস্তাহাব, ইহা এবনোল মোবারক, আহমদ, ইছহাক ও (আবু হানিফার) মত।"

৩৩। উক্ত কেতাব, ২৬ পৃষ্ঠা ,-

قد قال به قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلعم و من بعدهم و به يقول الشافعى و احمد و اسحق و تذكره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلعم و من بعدهم

الصلوة بمكة ايضا بعد العصر و بعد الصبح و به يقول سفيان الثوري و مالك بن انس و بعض اهل الكوفة صحيح ترمذي ۱/۲۲-۲۳

"একদল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি বলিয়াছেন, মক্কা শারিফে আছর ও ফজরের পরে নফল পড়া মকরুহ নহে। ইহা শাফেয়ি, আহমদ ও ইছহাকের মত। অন্য দল মোজতাহেদ সাহাবা ও তাবেয়ি উহা মকরুহ বলিয়াছেন। ইহা ছওরি, মালেক বেনে আনাছ ও কতক কুফাবাসীর মত।"

পাঠক, আমি এস্থলে সাহাবাগনের ৪০টি মতভেদ ঘটিত মসলার কথা উল্লেখ করিলাম, যদি হাদিস গ্রন্থসমূহ হইতে তাঁহাদের মত-ভেদ ঘটিত মসলাগুলির সম্পূর্ণ আলোচনা করি, তবে কয়েক শত হইবে। ইহাতে আপনারা বুঝিতে পারিলেন যে. ফরুষাত মাসায়েলে সাহাবাগণ ও তাবেয়িগণ মতভেদ করিয়াছেন, এই হেতু পরি এমাম মতভেদ করিয়াছেন, চারি এমাম হাদিস ও সাহাবাগণের মতভেদের জন্য মতভেদ করিয়াছেন।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী এনছাফের, ১৬/২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ,-

فاختلف مذاهب اصحاب النبي صلعم و اخذ عنهم التابعون كذلك اذا اختلفت مذاهب الصحابة و التابعين في مسئلة فالمختار عند كل عالم مذهب اهل بلده و شيوخه انصاف ۱۶-۲۱

"সাহাবাগণের মজহাব ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল, তায়েয়িগণ ঐরূপ তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। কোন মসলার সাহাবা

ও তাবেয়িগণের মজহাব ভিন্ন ভিন্ন হইলে, প্রত্যেক আলেমের নিকট তাঁহার শহরবাসী ও শিক্ষকগণের মজহাব মনোনীত হইয়া থাকে।"

মোকাদ্দমায় এবনে-খলদুন, ৩২৭ পৃষ্ঠা ,-

كان السلف يستخرجونها من تلك الادلة على اختلاف فيها بينهم ولابد من وقوعه ضرورة ان الادلة غالبها من النصوص وهى بلغة العرب و فى اقتضاآت الفاظها لكثير من معانيها اختلاف بينهم معروف وايضا فالسنة مختلفة الطرق في الثبوت وتعارض فى الاكثر احكامها فتحتاج الى الترجيح و هو مختلف ايضا فالادلة من غير النصوص مختلف فيها و ايضا فالوقائع المتجددة لا توفى بها النصوص و ماكان منها غير ظاهر فى المنصوص لمشابهة بينهما و هذه كلها اشارات للخلاف ضرورية الوقوع ومن هنا وقع الخلاف بين السلف و الائمة من بعدهم مقدمة ابن خلدون ٣٧٢

প্রাচীন বিদ্বানগণ তাঁহাদের মধ্যে আহকাম সম্বন্ধে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও উক্ত দলীলসমূহ হইতে আহকাম প্রকাশ করিতেন, মতভেদ হওয়াও অনিবার্য্য ছিল, কেননা ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে অধিকাংশ দলীল, কোরান ও হাদিস হইতে (গৃহীত) হয়, তৎসমুদয় আরবি ভাষায় লিখিত, উহার শব্দ সমূহের বহু অর্থবাচক হওয়ার জন্য তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আরও হাদিসের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে, অনেক স্থলে উহার হুকুমগুলি একটি অপরের বিপরীত, এই জন্য প্রকৃত হুকুমটি নির্বাচন করার আবশ্যক হয়, উক্ত নির্বার্চনের প্রণালীও পৃথক। কোরআন ও হাদিস ভিন্ন অন্যান্য দলীলে মতভেদ রহিয়াছে এবং নতুন নতুন ঘটনার জন্য স্পষ্ট কোরআন ও হাদিস যথেষ্ট

নহে। যে ঘটনার ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে কোরআন ও হাদিসে উল্লিখিত হয় নাই, তত্তুল্য স্পষ্ট উল্লিখিত কোন ঘটনার নজিরে এই ঘটনার ব্যবস্থা দেওয়া হইবে। এই সমূহ কারণে ভিন্ন ভিন্ন মত হওয়া অনিবার্য্য, এই হেতু সাহাবা, তাবেয়ি ও এমামগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে।"

এমাম আবদুল অহাব শায়রানি 'মিজানে'র ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,–

و قد وقع الاختلاف بين الصحابة فى الفروع و هم خير الامة و ما بلغنا ان احدا منهم خاصم من قال بخلاف قوله ولاعاداه ولا نسبه الى خطا ولا قصور نظر - ميزان شعراني ٣٦

"সাহাবাগণের মধ্যে ফরুয়াত মাসায়েলে মতভেদ হইয়াছিল, অথচ তাঁহারাই উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাদের একে নিজের বিপরীত মতের জন্য অন্যের সহিত কলহ ও শত্রুতা করিয়াছেন এবং তাহাকে ভ্রান্ত ও ত্রুটিকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন বলিয়া আমরা সংবাদ পাই নাই।"

এমাম জাহাবি 'তাজকেরাতোল-হোফ্যাজ' কেতাবের ১/১২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ,–

عن يحيى بن سعيد قال اهل العلم اهل توسعة و ما برح المفتون يختلفون فيحلل هذا و يحرم هذا فلا يعيب على هذا ولا هذا على هذا تذكرة الحفاظ ١/١٢٤

"এহইয়া বেনে সঈদ বলিয়াছেন, বিদ্বানগণ সহজ পন্থাবলম্বী ছিলেন, ফৎওয়া প্রদাতাগণ সর্ব্বদা মতভেদ করিতেন, ইনি হালাল বলিতেন, অন্যে হারাম বলিতেন, একে অন্যের উপর দোষারোপ করিতেন না।"

এমাম এবনে হাজার 'তহজিবোত্তহ্জিবের ৬ষ্ট খণ্ডের ২৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ,-

كان يحيى يميل الى قول الكوفيين و كان عبد الرحمن يذهب الى بعض مذاهب اهل الحديث و الى رأي المد ينيين تهذيب التهذيب ٦/٢٧٩

(মোহাদ্দেছ শ্রেষ্ঠ) এহইয়া কুফাবাসিদিগের মতের সমর্থন করিতেন এবং (মোহাদ্দেছ কুলতিলক) আবদুর রহমান মোহাদ্দেছগণের কতক মত ও মদিনাবাসিদিগের মত গ্রহণ করিতেন।"

এনছাফ, ২৩/২৪ পৃষ্ঠা ,-

"যে সময় (খলিফা) মনছুর হজ্জ করিতে গিয়াছিলেন, (এমাম) মালেককে বলিয়াছিলেন, আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, আপনি যে কেতাবগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমি তৎসমদ্বয়ের হস্তলিপি লিপিবদ্ধ করাইয়া মুসলমানদিগের প্রত্যেক শহরে এক একখানা প্রেরণ করিবে এবং তদমুযায়ী আমল করিতে এবং তদ্ব্যতীত অন্য কেতাবের প্রতি আস্থা স্থাপন না করিতে হুকুম করিব। ইহাতে এমাম মালেক বলিলেন, হে আমিরোল-মো'মেনিন, আপনি এরূপ করিবেন না, কেননা লোকদিগের নিকট (প্রাচীনদিগের) মতসমূহ পৌঁছিয়াছে, তাঁহারা হাদিসসকল শ্রবণ করিয়াছেন, রেওয়াএত সকল গ্রহণ করিয়াছেন, প্রত্যেক শ্রেণী তাহাদের নিকট প্রথমে যাহা পৌঁছিয়াছে তাহা শ্রবণ করিয়াছেন, লোকদিগের মতভেদ সত্ত্বেও তদনুযায়ী আমল করিয়াছেন, কাজেই প্রত্যেক শহরের অধিবাসিরা যাহা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদিগকে তদবস্থায় ত্যাগ করুন। খলিফা হারুনোর্রশিদ (এমাম) মালেকের সহিত পরামর্শ করিয়া

বলিয়াছিলেন যে, তিনি মোয়াত্তা কেতাবকে কা'বা গৃহে লটকাইয়া দিয়া লোকদিগকে তদনুযায়ী আমল করিতে উত্তেজিত করিবেন। তিনি বলিলেন, আপনি এরূপ করিবেন না, কেননা রাছুল (ছাঃ) এর সাহাবাগণ ফরুয়াত মাসায়েলে মতভেদ করিয়াছেন এবং শহর সমূহে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, প্রত্যেকটি সুন্নতরূপে প্রচলিত হইয়াছে।" উপরোক্ত বিবরণে বুঝা গেল, সাহাবা, তাবেয়ি ও এমামগণের মতভেদজনিত প্রত্যেক মসলা সত্য পথ।

এই নব্য মজহাব বিদ্বেষীদল ফরুয়াত মাসায়েলের মতভেদকে জাহান্নামের পথ বলিয়া সাহাবা, তাবা-তাবেয়ি ও মোহাদ্দেছগণকে জাহান্নামি বলিলেন কিনা? আর এজন্য তাহারা সত্য সুন্নত-জামায়াত বা বেহেশতী ফেরকা হইতে খারিজ হইয়া দোজখী ফেরকা ভূক্ত হইবেন কিনা, তাহা নিরপেক্ষ পাঠকের বিচারাধীন।

মোহাদ্দেছগণের বিশেষতঃ সেহাহ লেখকগণের মতভেদ।

১। ইতিপূর্ব্বে এমাম আহমদ, ইছহাক, ছুফইয়ান ছওরি, আবদুল্লাহ্ বেনেল মোবারক, আওজায়ি, লাএছ' বেনে ছা'দ প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের মতভেদের অবস্থা অবগত হইয়াছেন।

সহিহ তেরমেজি, ১/১১৩ পৃষ্ঠা ,-

"মক্কাবাসিগণ মিনা নামক স্থানে নামাজে কসর করিবেন কিনা ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। এমাম এবনে জোরাএজ, ছওরি, এহইয়া বেনে সঈদ কাত্তান, শফিয়ি, আহমদ ও ইসহাকের মতে কসর জায়েজ হইবে না, পক্ষান্তরে এমাম আওজায়ি, মালেক, ছুফইয়ান বেনে ওবায়না ও আবদুর রহমান বেনে মেহদীর মতে কসর জায়েজ হইবে।

সহিহ্ তেরমেজি ১/১০০ পৃষ্ঠা ;–
রোজা অবস্থায় রক্ত মোক্ষণ করাইলে, আবদুল্লাহ বেনেল মোবারকের মতে রোজা মকরুহ হইবে। এমাম আবদুর রহমান বেনে মেহেদী আহমদ ও ইসহাক বেনে এবরাহিমের মতে রোজা নষ্ট হইবে। মালেক, ছুফ্‌ইয়ান ও শাফিয়ির মতে ইহাতে কোন দোষ নাই।"

সহিহ তেরমেজি, ১/১৯৭ পৃষ্ঠা ;-

"যদি কেহ বলে যে, যদি আমি এইরূপ কার্য্য করি, তবে য়ীহুদী কিম্বা খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে' তৎপরে সে ব্যক্তি সেই কার্য্য করে, তবে এমাম মালেক, শাফিয়ি ও আবু ওবায়েদের মতে মহা গোনাহাগার হইবে এবং উহার কাফফারা দিতে হইবে না। ছুফইয়ান, আহমদ ও ইসহাকের মতে কাফ্‌ফারা ওয়াজেব হইবে।

সহিহ তেরমেজি, ১/৩১ পৃষ্ঠা ;-
"জামায়াতের সময় একা এক শ্রেণীতে দাঁড়াইলে, এমাম অকি,র মতে নামাজ বাতীল হইবে। পক্ষান্তরে এবনোল-মোবারক আওজায়ি, হাছান বাসারি, শাফিয়ি ও মালেকের মতে নামাজ জায়েজ হইবে, কিন্তু মকরুহ হইবে।

ইহাত প্রাচীন মোহাদ্দেছগণের অবস্থা, এক্ষণে সেহাহ লেখকগণের মতভেদের কথা শুনুন।

(১) এমাম নবাবি সহিহ মোসলেমের মোকাদ্দমার ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

قال الحاكم عدد من اخرج لهم البخاري فى الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم اربعمائة و اربعة و ثلثون شيخا وعدد من احتج بهم مسلم فى المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري فى الجامع الصحيح ستمائة و خمسة وعشرون شيخا مقدمة صحيح مسلم ١١

"এমাম হাকেম বলিয়াছেন, (এমাম) বোখারী সহিহ্ গ্রন্থে ৪৩৪ জন শিক্ষকের হাদিস উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু (এমাম) মোসলেম তাহাদের হাদিস গ্রহণ করেন নাই। (এমাম) মোসলেম সহিহ্ গ্রন্থে ৬২৫ জন শিক্ষকের হাদিস দলীলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু (এমাম) বোখারি তাহাদের হাদিসগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;-

فاذا كان الحديث رواته كلهم ثقات غيران فيهم ابا الزبير المكي مثلا او سهيل بن ابي صالح او لعلاء بن عبد الرحمن او حماد بن سلمة قالوا فيه هذا حديث صحيح علي شرط مسلم و ليس بصحيح على شرط البخاري - و كذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة و اسحق بن محمد و عمر و بن مرزوق وغيره ممن احتج بهم البخارى ولم يحتج بهم مسلم - مقدمة صحيح مسلم ।। ★

"যদি কোন হাদিসের সমস্ত 'রাবি' বিশ্বাসভাজন হয়, উহার (একজন রাবি) আবুজ্জেবাএর মক্কি, ছোহাএল বেনে আবি ছালেহ, আলা বেনে আবদুর রহমান কিম্বা হাম্মাদ বেনে সালমা হয়, তবে বিদ্বানগণ সেই স্থলে বলিয়াছেন যে, এই হাদিসটি মোসলেমের শর্ত্ত অনুযায়ী সহিহ্, কিন্তু বোখারির শর্ত্ত অনুযায়ী সহিহ নহে। এইরূপ বোখারার যে স্থলে এক্‌রামা, ইসহাক বেনে মোহাম্মদ, আমর বেনে মরজুক বা এরূপ লোকের হাদিস রেওয়াএত করিয়াছেন যাহাদের হাদিস বোখারি দলীল রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু মোসলেম তাহাদের হাদিস অগ্রাহ্য করিয়াছেন (এমাম বোখরীব শর্ত্তনুযায়ী সহিহ এবং এমাম মোসলেমের শর্ত্তানুযায়ী সহিহ নহে।)"

(৩) এমাম নাবাবি মোকাদ্দামার ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যে হাদিসে 'অমুক অমুক, হইতে' এইরূপ সনদ উল্লিখিত হয়, উহাকে মোয়ানয়ান হাদিস বলা হয়। অধিকাংশ হাদিস, ফেকহ ও অছুল, তত্ত্ববিদ বিদ্বানগণের মতে যদি উহার রাবি ইসনাদ গোপনকারী না হয় এবং শিক্ষক ও শিষ্যের মধ্যে সাক্ষাত হওয়া সম্ভব হয়, তবে উহা মোত্তাছেল (সহিহ) বলিয়া গন্য হইবে। (এমাম) বোখারি বলিয়াছেন, যদি শিক্ষক ও শিষ্যের সাক্ষাৎ হওয়া স্পষ্ট ভাবে সপ্রমাণ হয় তবে উহা সহিহ, নচেৎ সহিহ হইবে না। (এমাম) মোসলেম বলেন, তাহারা সমসাময়িক হইলেই উক্ত হাদিস সহিহয় হইবে, এমাম মোসলেম ইহার উপর এজমার দাবী করিয়াছেন।

এমাম মোসলেম সহিহ মোসলেমের ২১/২২ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত মতের জন্য এমাম বোখারিকে জাল মোহাদ্দেস ও বেদয়াত মতাবলম্ববী বলিয়াছেন।

৪। তজনবি, ১৭ পৃষ্ঠা ;-

فمن كان فى الطبقة الاولى فهو قصد البخاري و الثانية يدخلون فى شرط مسلم و الثالثة دخلوا فى شرط ابى داؤد و النسائى و الرابعة دخلوا فى شرط الترمذي انتهى ملخصا - تذنيب ١٧

"প্রথম শ্রেণীর রাবিগণের (হাদিসগুলি) বোখারীর মতানুযায়ী সহিহ। (প্রথম) ও দ্বিতীয় শ্রেণীর রাবিগণের (হাদিসগুলি) মোসলেমের মতানুযায়ী সহিহ। (প্রথম, দ্বিতীয়) ও তৃতীয় শ্রেণীর রাবিগণের (হাদিসগুলি) আবু দাউদ ও নাসায়ীর মতানুযায়ী সহিহ। (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়) ও চতুর্থ শ্রেণীর রাবিগণের (হাদিসগুলি) তেরমেজির মতানুযায়ী সহিহ।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে এমাম তেরমেজির সহিহ মানিত অনেক হাদিস এমাম আবু দাউদ ও নাছায়ীর মতে জই,ফ

এমাম আবু দাউদ ও নাছায়ীর সহিহ মানিত অনেক হাদিস এমাম মোসলেমের মতে জইফ, আবার এমাম মোসলেমের সহিহ মানিত অনেক হাদিস এমাম বোখারির মতে জইফ।

৫। জাকরোল আমানি, ৫৯ পৃষ্ঠা ;-

و المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون والمتكلم فيه بالضعف مائة و ستون رجلا - ظفر الاماني ٥٩ ✪

মোহাদ্দেছগণ সহিহ বোখারির ৮০ জন রাবিকে ও সহিহ মোসলেমের ১৬০ জন রাবিকে জইফ বলিয়াছেন।

৬। হাশিয়ার আজহুরি, ১৮ পৃষ্ঠা ;-

ان الاحاديث التي انتقدت عليهما بلغت ماتي حديث و عشر احاديث - حاشية اجهوري *

"মোহাদ্দেছগণ (সহিহ-বোখারি ও মোসলেমের) ২১০ টি হাদিসের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন-অর্থাৎ সহিহ বোখারীর ৮০টি সহিহ মোসলেমের ১৩০টি হাদিসের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন।

৭। নোখবার টিকা, ১৩৯ পৃষ্ঠা ;-

و الثاني نقيل يرد مطلقا و قيل يقبل مطلقا و قيل يقبل من لم يكن داعية نخبه ١٣٩ ★

"বেদয়াতি রাবির হাদিস সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, একদল মোহাদ্দেছ বলেন উহা বাতীল হইবে, দ্বিতীয় দল বলেন, উহা সহিহ হইবে, আর তৃতীয় দল বলেন, যদি বেদয়াতি ব্যক্তি বেদয়াতের লাহ্বানকারী না হয়, তবে তাহার হাদিস সহিহ হইবে।

মোহাদ্দেছগণ যেরূপ হাদিসের সত্যাসত্য নির্বাচন করিতে মতভেদ করিয়াছেন, সেইরূপ তাহারা শরিরতের মস্‌লা মাসায়েলে মতভেদ করিয়াছেন।

৮০। সহিহ মোসলেম, ২/১৬৩ পৃষ্ঠা ;-

ان النبي صلعم سئل عن الخمر يتخذ خلا قال لا صحيح مسلم ١٦٣

"সুরা হইতে সিরকা প্রস্তুত হইবে কিনা, এতৎসম্বন্ধে (হজরত) নবি (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, না।"

সহিহ বোখারি, ২/৮২৬ পৃষ্ঠা ;-

قال ابو الدرداء فى المري ذبح الخمر النينان و الشمس صحيح بخارى ٢/٨٢٦

(হজরত) আবুদ্দারদা (রাঃ) শামদেশের সিরকা সম্বন্ধে বলিয়ছেন, মৎস্য সকল ও সুর্য্য সুরাকে পাক করিয়াছে অর্থাৎ সুরাকে মৎস্য সহ সুর্য্যের উত্তাপে রাখিলে, উহা পাক সিরকা হইয়া যাইবে।

৯। সহিহ তেরমেজি, ১/১৬ পৃষ্ঠা;-

انما كان رخصة في اول الاسلام ثم نهى عنها ترمذى ١/١٦

এমাম তেরমেজি বলেন, স্ত্রীসঙ্গম কালে বীর্য্যপাত (মনি বাহির) না হইলে, গোসল ফরজ না হওয়া প্রথম ইসলামের ব্যবস্থা ছিল, তৎপরে উহা মনসুখ হইয়াছে। (অর্থাৎ গোসল ফরজ হওয়ার হুকুম হইয়াছে)।

সহিহ বোখারি, ১/৪৩ পৃষ্ঠা ;-

قال ابو عبد الله الغسل احوط صحيح بخارى ١/٤٣

আবু আবদুল্লাহ (বোখারি) বলিয়াছেন, (স্ত্রীসঙ্গম কালে মনি বাহির না হইলে,) গোসল করা মোস্তাহাব (ফরজ নহে)।"

১০। সহিহ তেরমেজি, ১/৮৪ পৃষ্ঠা,-

زكوة الحلي - لايصح فى هذا عن النبي صلعم شيء - صحيح ترمذي ١/٨٣

"এমাম তেরমেজি বলিয়াছেন, গহনার জাকাতের সম্বন্ধে নবি (সাঃ) হইতে কোন হাদিস সহিহ হয় নাই।"
সহিহ আবু দাউদ ১/১২৮ পৃষ্ঠা ;-

فقال لها اتعطيين زكوة هذا قالت لا قال اسرك ان يسورك الله بهما يوما القيمة سوارين من نار صحيح ابوداود ١/٢١٨

"তখন হজরত তাহাকে বলিলেন, তুমি কি এই গহনার জাকাত দিয়া থাক, সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, না, হজরত বলিলেন, তুমি কি ইচ্ছা কর যে, আল্লাহতায়ালা তোমাকে কেয়ামতের দিবস তজ্জন্য দুইটি অগ্নির বালা পরিধান করাইবেন।
আবু দাউদের হাশিয়ায় আছে ;-

قال القطان اسناده صحيح و قال المنذري اسناده لامقال فيه و حديث عايشة صححه الحاكم - حاشية ابوداؤد

"কাত্তান বলিয়াছেন, উক্ত হাদিসের ছনদ সহিহ, মোজঞ্জারী বলিয়াছেন, উহার সনদ নির্দ্দোষ। হাকেম আএশার হাদিসটি সহিহ বলিয়াছেন।"

১১। সহিহ তেরমেজি, ১/২১ পৃষ্ঠা ;-

كان رسول الله صلعم يقرئنا القرآن على كل حال مالم يكن جنبا صحيح ترمذي

রাছুলে খোদা (সাঃ) নাপাক অবস্থা ব্যতীত প্রত্যেক সময় আমাদিগকে কোরান পাঠ করাইতেন।"

সহিহ বোখারি, ১/৪৪ পৃষ্ঠা ;-

ولم ير ابن عباس بالقرآة للجنب باسا - صحيح بخاري

"(হজরত) এবনো-আব্বাস (রাঃ) নাপাক ব্যক্তির পক্ষে কোরআন পাঠে দোষ ভাবিতেন না।"

যেরূপ মোহাদ্দেছগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মর্ম্মবাচক হাদিস উল্লেখ করিয়াছেন।

মেশকাত, ৫২১ পৃষ্ঠা :-

توفاه الله على راس ستين قبض رسول الله صلعم و هو ابن ثلاث و ستين توفي و هو ابن خمس وستين متفق عليه *

"সহিহ বোখারি ও মোসলেমের এক রেওয়াএতে আছে, (জনাব) নবি (ছাঃ) ৬০বছর বয়সে এন্তেকাল করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় রেওয়াএতে আছে যে, তিনি ৬৩ বৎসর বয়সে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তৃতীয় রেওয়াএতে আছে যে, তিনি ৬৫ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

সহিহ বোখারি ও মোসলেম, ২/১৯ পৃষ্ঠা ;-

زاد بثما نمائة درهم فى رواية بعشرين دينار و فى رواية احسبه باربع اواق فبعته بوقية فى رواية بخمس اواق زاد فى اوقية فى بعضها با و قيتين ودرهم او درهمين فى بعضها با و قية ذهب فى بعضها باربعة و نانير

("হজরত নবি (ছাঃ) জাবের সাহাবার যে উট ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার কি মূল্য দিয়াছিলেন, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন হাদিস

উল্লিখিত হইয়াছে। এক হাদিছে আছে, (১) আট শত 'দেরম' মূল্য দিয়াছিলেন। (২) ২০ 'দীনার', (৩) চারিটি 'অকিয়া' (৪) একটি অকিয়া, (৫) পাঁচ অকিয়া, (৬) কয়েকটি অকিয়া, (৭) দুইটি অকিয়া ও একটি দেরম কিম্বা দুইটি দেরম, (৮) কয়েকটি স্বর্ণ অকিয়া, (৯) চারটি দীনার, এই নয় প্রকার ভিন্ন ভিন্ন হাদিস আছে।"

সহিহ বোখারি, ১/১৬৯ পৃষ্ঠা ও সহিহ তেরমেজি ২/১৩৬ পৃষ্ঠা:-

(١) فاعطاه النبى قميصه فقال آذنى اصلي عليه فآذنه فلما اراد ان يصلى جذبه عمر رض (٢) فاتى النبي صلعم عبد الله بن ابى بعد ما دفن - ثم صلى عليه و مشى معه فقام على قبره ★

(১) তখন (হজরত) নবি (ছাঃ) তাহাকে নিজের পিরহান দিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি উহার জানাজা পড়ি, ইহাতে সে ব্যক্তি তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। সে সময় হজরত (ছাঃ) জানাজা পড়ার ইচ্ছা করিলেন, (হজরত) ওমার (রাঃ) তাঁহাকে ধরিয়া টানিলেন।"

(২) "তৎপরে ওবাইর দফন হওয়ার পরে (হজরত) নবি (ছাঃ) তাহার পুত্র আবদুল্লাহর নিকট আগমন করিয়া তাহার উপর জানাজা পড়িলেন, ও তাহার সঙ্গে চলিয়া তাহার কবরের উপর দন্ডায়মান হইলেন।".......

প্রথম হাদিসে বুঝা যায় যে, ওবাই,র দফন কালে হজরত নবি (ছাঃ) আদ্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া তাহার কাফনের নিমিত্ত নিজের পিরহান দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় হাদিসে বুঝা যায় যে, হজরত অনুপস্থিত ছিলেন এবং দফন পরে তাহাকে উঠাইয়া তাহার কাফনে নিজ পিরাহান দিয়াছিলেন।

পাঠক! উপরোক্ত প্রমাণ সমূহে সপ্রমাণ হইতেছে, এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, তেরমেজি ও নাছায়ী প্রভৃতি হাদিছ লেখকগণ শত শত স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। একজন যে হাদিসটি সহিহ বলিয়াছেন, অপরে তাহা জইফ বলিয়া রদ করিয়াছেন, একজন যে হাদিছটি মনছুখ বলিয়াছেন, অন্যে তাহা গর মনছুখ বলিয়াছেন, একজন যে কর্ম্মটি হারাম বলিয়াছেন, অন্যে তাহা হালাল বলিয়াছেন। সহিহ বোখারি, মোসলেম, আবুদাউদ প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থগুলিতে শত শত বিপরীত বিপরীত হাদিছ ও মত রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা মজহাব বিদ্বেষী দলকে জিজ্ঞাসা করি যে, সেহাহ সেত্তা (সহিহ হাদিছের ছয় খানা কেতাব) আপনাদের মতে দোজখের পথ হইবে কি না? এমাম বোখারি, মোসলেম প্রভৃতি বিদ্বানগণ দোজখী ফেরকাভুক্ত হইবেন কি না?

—:—

এমাম বোখারি ও মজহাব-বিদ্বেষগণের মধ্যে মতভেদ।

(১) এমাম বোখারিসহিহ গ্রন্থের ১/৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

قال الزهري لا باس بالماء مالم يغيره طعم اوريح اولون

"জুহরী বলিয়াছেন, (পানিতে কোন নাপাক বস্তু পড়িলে,) যতক্ষণ উহার স্বাদ, গন্ধ বা রঙ পরিবর্ত্তন না করে, ততক্ষণ পানি ব্যবহারে কোন দোষ নাই।"

পক্ষান্তরে মজহাববিদ্বেষী মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব 'মাছায়েলে জরুরিয়া'র ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

"পাঁচ মশক্ (দুই কোল্লা) অপেক্ষা কম পানিতে কোন

নাপাক বস্তু পড়িলে, যদিও উহার তিন গুনের কোন একটি পরিবর্ত্তন না হয়, তবুও উহা নাপাক হইবে।"

(২) এমাম বোখারি সহিহ গ্রন্থের ২/৮৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

رای عمر و ابو عبیدة و معاذ رض شرب الطلاء علی الثلث و شرب البراء و ابو جحیفة علی النصف ◻

(হজরত) ওমার, আবু ওবায়দা ও মোয়াজ (রাঃ) আঙ্গুরের রস অগ্নির উত্তাপে তিন অংশের দুই অংশ শুষ্ক হইয়া একাংশ থাকিলে, উহা পান করা হালাল জানিতেন। (হজরত) বারা ও আবু জোহায়ফা (রাঃ) উহার অর্দ্ধেক শুষ্ক হইলে উহা পান করিতেন।"

পক্ষান্তরে মজহাব বিদ্বেষী মৌলবী এলাহি বখ্‌শ সাহেব দোর্রায়-মোহাম্মদীর ১০৯ পৃষ্ঠায় উহা মদ ও হারাম বলিয়াছেন। (৩) এমাম বোখারি সহিহ গ্রন্থের ১/২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

قال الزهري اذا ولغ في اناء وليس له وضوء غيره يتوضا به

"জুহরি বলিয়াছেন, যদি কুকুরে কোন পাত্রে মুখ দেয় এবং কোন লোকের নিকট তদ্ব্যতীত অন্য ওজুর পানি না থাকে, তবে তদ্দারা ওজু করিবে।"

পক্ষান্তরে মজাহাব বিদ্বেষী মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব 'মাছায়েলে-জরুরিয়া পুস্তকের ১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, পাত্র ও পানি নাপাক হইবে।

(৪) এমাম বোখারি সহিহ গ্রন্থের ২/৮২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

قال ابو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان و الشمس

"আবুদ্দারদা 'মুরি'র সম্বন্ধে বলিয়াছেন, মৎস্যগুলি ও সূর্য্য মদ পাক করিয়া দিয়া থাকে অর্থাৎ মদে মৎস্য নিক্ষেপ করিয়া সুর্য্যের তাপে রাখিলে, হালাল পাক হইয়া যায়।"

পক্ষান্তরে মজহাববিদ্বেষী মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব মাছায়েলে-জরুরিয়ার ১৬ পৃষ্ঠায় মদ হইতে সিরকা প্রস্তুত করা হারাম লিখিয়াছেন।

(৫) এমাম বোখারি নিজ সহিহ গ্রন্থের ২/১০৯২ পৃষ্ঠায়

قوله تعالى و كذ لك جعلناكم امة و سطا ـ ما امر النبى صلعم بلزوم الجماعة و هم اهل العلم

লিখিয়াছেন;–

"এমাম বোখারি একটি আয়ত ও পাক হাদিছ দ্বারা বিদ্বানগণের এজমা মান্য করা ওয়াজেব স্থির করিয়াছেন।" পক্ষান্তরে মৌলবী আব্বাছ আলি ছাহেব 'বরকোল মোয়াহ্বেদীন' পুস্তকের ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, যে এজমার দলীল কোরআন ও হাদিছে নাই, উহা মান্য করা জায়েজ নহে।

(৬) এমাম বোখারি সহিহ গ্রন্থের ২/১০৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;–

و الحض على اتفاق اهل العلم و ما اجمع عليه الحرمان مكة و المدينة

"মক্কা ও মদিনাতে যে কার্য্যের উপর এজমা হইয়াছে এবং বিদ্বানগণের এজমা হইয়াছে, উহার প্রতি আমল করিতে উৎসাহ দিয়াছেন।"

পক্ষান্তরে মজহাববিদ্বেষী মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব 'বরকল মোয়হ্বেদীন' এর ৩৬ পৃষ্ঠায় উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

(৭) এমাম বোখারি সহিহ গ্রন্থের ২/ ১০৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :-

من شبه اصلا معلوما باصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل

আরও ২/১০৯২ পৃষ্ঠা :-

اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران و اذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر

এমাম বোখারি উপরোক্ত প্রমাণে কেয়াছের শরিয়তের দলীল হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব 'বরকোল-মোয়াহ্বেদীন এর ৪৫ পৃষ্ঠায় ও মৌলবী এলাহি বখ্শ সাহেব দোর্রায় মোহাম্মদীর ২৪/৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কেয়াছ করা শয়তানের কার্য্য ও হারাম, উহার পয়রবি করিলে, দোজখী ও শয়তানের সঙ্গী হইতে হইবে, কেয়াসি মস্‌লা পায়খানার ফেলিয়া দাও। ঐ দলের মৌলবী আবদুল বারী সাহেব আহলে-হাদিছ পত্রিকার ৯ম ভাগ, ৮ম সংখ্যায় ৬৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, 'অন্যের রায় কেয়াছ চুড়ান্ত মীমাংসা জ্ঞানে আমল করা বেদীনি কোফরী ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।"

(৮) এমাম বোখারি সহিহ গ্রন্থের ১/৯২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন

الاخذ باليدين و صافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه

(মোছাফাহা কালে) দুই হাত ধরিতে হইবে। হাম্মাদ বেনে জয়েদ দুই হাত দ্বারা এবনোল-মোবারকের সহিত মোছাফাহা করিয়াছেন।"

পক্ষান্তরে মজহাব বিদ্বেষিগণ এক হাতে মোছাফাহা করিয়া থাকেন।

(৯) এমাম বোখারি সহিহ্ গ্রন্থের ১/৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :–

قال عطاء اقل الحيض يوم و اكثره خمسة عشر

"আতা বলিয়াছেন, হায়েজের কম মাত্রা (মোদ্দাৎ) এক দিবস ও অধিক মাত্রা ১৫ দিবস।"

পক্ষান্তরে মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব 'মাছায়েলে-জরুরিয়া'র ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হায়েজের মোদ্দাৎ কিছুই নির্দিষ্ট নাই।

(১০) এমাম বোখারি উক্ত কেতাবের ১/২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :–

قال طاؤس و محمد بن على و عطاء و اهل الحجاز ليس فى الدم وضوء *

"তাউছ, মোহাম্মদ বেনে আলি, আতা ও হেজাজবাসিগণ বলিয়াছেন, রক্ত বাহির হইলে, ওজু ভঙ্গ হইবে না।"

পক্ষান্তরে মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব "মাছায়েলে-জরুরিয়া'র ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, নাসিকার রক্তে ওজু ভঙ্গ হইবে।

(১১) এমাম বোখারি উক্ত কেতাবের ১/৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;–

مسح الراس كله لقوله تعالى و امسحوا برؤسكم *

"কোরআন শরিফের "তোমরা মস্তকগুলি মাছাহ কর।"–এই আয়ত অনুযায়ী সমস্ত মস্তক মাছাহ করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব "রওজা-নাদিয়া'র ১৫/১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ওজুতে মস্তকের কিছু অংশ মাছাহ করা ফরজ।

(১২) এমাম বোখারি উক্ত কেতাবের ১/১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,–

باب اذا نوي بالنهار صوما ★

"দিবসে রোজার নিয়ত করা জায়েজ হওয়ার অধ্যায়।" পক্ষান্তরে মৌলবী মহীউদ্দীন সাহেব ফেকহে মোহাম্মদীর ১/১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, সোব্‌হে সাদেকের অগ্রে রোজার নিয়ত না করিলে, রোজা জায়েজ হইবে না।

(১৩) এমাম বোখারি উক্ত কেতাবের ১/৭৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;–

من اجاز طلاق الثلاث

!যে ব্যক্তি (একসঙ্গে) তিন তালাক দেওয়া জায়েজ রাখে, তাহার দলীল।" তৎপরে তিনি ইহার দলীল উল্লেখ করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে মৌলবি মহইউদ্দীন সাহেব ফেকহে-মোহাম্মীর ১/৫৯ পৃষ্ঠায় ও নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'মেসকোল-খেতাম' এর ৩/৪৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, একবারে তিন তালাক দিলে, এক তালাক হইবে।

পাঠক, এমাম-বোখারি যে কর্মটি ফরজ বলিয়াছেন, মজহাব বিদ্বেষিগণ উহা সুন্নত বলিয়াছেন, তিনি যে কর্ম্মটি হারাম বলিয়াছেন, এই নব্য দল তাহা হালাল বলিয়াছেন এবং তিনি যে বস্তু পাক বলিয়াছিলেন, ইহরা তাহা নাপাক বলিয়াছেন, এক্ষণে মজহাব-বিদ্বেষী দল ও এমাম বোখারি তাহাদের নিজেদের মতে দোজখি ফেরকাভুক্ত হইবেন কিনা?

মজহাব বিদ্বেষী মৌলবী সাহেবগণের মতভেদ।

(১) মসলা। মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব কোরআন শরিফের বঙ্গানুবাদের ১৬১ পৃষ্ঠায় হাশিয়ার লিখিয়াছেন, "হজরত বলিয়াছেন যে, মোসলমানদিগের দলের উপর আল্লাহ হাত রাখিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্য পথ গ্রহণ করিবে সে দোজখে পড়িবে, অতএব যে কথার উপর উম্মতের একতা (এজমা) হইয়াছে, তাহাতেই আল্লাহর সম্মতি আছে এবং বিরোধী হইলে দোজখী হইবে।"

আর উক্ত মৌলবি সাহেব 'বরকোল মোয়াহ্বেদীন' এর ৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যে সমস্ত মসলায় এজমা হইয়াছে, কিন্তু কোরআন ও হাদিসে উক্ত মসলায় প্রমাণ নাই, উহা মান্য করা জায়েজ হইবে না।

ঐ দলের মৌলবি সুলতান আহমদ সাহেব 'তজকিরোল-এয়ান' কেতাবের ১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-কেবল সাহাবাগণের এজমা মান্য করিতে হইবে। পাঠক, মজহাব বিদ্বেষী মৌলবিগণ এজমা সম্বন্ধে তিন প্রকার মত ধারণ করিলেন।

২। মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব 'বরকোল-মোয়াহ্বেদীন' পুস্তকের ৭৯ পৃষ্ঠায়, মৌলবি এলাহি বখশ সাহেব 'দোর্রায়ে মোহম্মদীর ৮/১২/১৩/২০/৫১ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি রহিমদ্দিন সাহেব 'রদ্দৎতকলিদ' এর ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, শরিয়তের কেবল দুইটি দলীল কোরান ও হাদিস। এজমা ও কেয়াছ দলীল নহে।

মৌলবি আবদুল বারি সাহেব 'আহলে-হাদিছ' এর ৯/১০/৪৪৮পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-শরিয়তের এলম কেবল হাদিছ, ইহা ব্যতীত সমস্তই শয়তানের ধোকা। ঐ দলের আকালুবী সাহেব 'আহলে-হাদিস' এর ৯৪/১৮৭/১৯০ পৃষ্ঠায় শরিয়তের কেবল দুইটি দলীল স্বীকার করিয়াছেন-কোরআন ও হাদিস।

মৌলবি সুলতান আহমদ সাহেব 'তজকিরোল-এখত্তান' কেতাবের ১৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,-"শরিয়তের তিনটি দলীল-কোরআন, হাদিস ও উম্মতের এজমা।" আরও তিনি উক্ত কেতাবের ১১৬/১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,-"শরিয়তের চারটি দলীল-কোরআন, হাদিস, এজমা ও সহিহ কেয়াছ।

নবাব ছিদ্দিক হাছান 'এহতেওয়া' কেতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, শরিয়তের চারিটি দলীল-কোরআন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ।"

সাহাবাগণের জামানা হইতে একাল পযান্ত শরিয়তধারী লোকদিগের উক্ত চারি দলীলের উপর এজমা হইয়াছে।

৩। মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব 'বরকোল-মোয়াহ্বেদীন' এর ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,-"রায় ও কেয়াছের তকলীদ করিলে, দোজখী হইতে হইবে।" মৌলবি এলাহি বখস সাহেব 'দোর্রায় মোহম্মদী'র ২৬/২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "কেয়াছ করা হারাম ও ইবলিছের কর্ম্ম, কেয়াছ দলীল হইতে পারে না ও কেয়াছকারী ইবলিছের সঙ্গে দোজখে পড়িবে।

মৌলবি আবদুল বারী সাহেব আহলে হাদিসের ৯ম ভাগের ৮ম সংখ্যায় ৩৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,-"অন্যের রায় কেয়াছ চুড়ান্ত মীমাংসা জ্ঞানে আমল করা বেদীনি কোফরী ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

মৌলবি সুলতান আহমদ সাহেব 'তজকিরোল-এখওয়ান' এর ৫৬/১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,-"এমামগণ যে মসলাগুলি কেয়াছ করিয়া বাহির করিয়াছেন তৎসমুদয় নবি (ছাঃ) এর সুন্নতের মধ্যে গণ্য হইবে। চারি এমামের কেয়াসি মসলাগুলি মান্য করিতে হইবে।

নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব তফছিরে ফংহোল-বায়ানের ২/২৮৩/২৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:-

و في الاية اشارة الى جواز القياس و ان من العلم ما يدرك بالنص وهو الكتاب والسنة و منه ما يدرك بالاستنباط و هو القياس عليهما

"এই আয়তে কেয়াছ করা জায়েজ হওয়ার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে, কতক এলহ (শরিয়তের আহকাম) স্পষ্ট কোর-আন ও হাদিছ দ্বারা অবগত হওয়া যায়, আর কতক এলহ কেয়াছ কর্ত্তৃক অবগত হওয়া যায়।"

আরও তিনি উক্ত তফছিরের ২/২৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :- উক্ত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, শরিয়তের দলীল চারটি কোর-আন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ।

আরও তিনি 'জালবোল-মানফায়া' কেতাব কেয়াছের দলীল হওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছেন।

৪। উক্ত নবাব সাহেব 'মেছকোল-খেতামে'র ১৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

شوكاني گفته اختلاف كرده اند درين مسئله صحابه و من بعدهم كه آيا غسل بالتقاى ختانين واجب بخروج منى است يا بى خروج و حق اول است

"শওকানি বলিয়াছেন, সাহাবা ও তাবেয়িগণ এই মসলার মতভেদ করিয়াছেন যে, স্ত্রী-পুরুয় সঙ্গমে মনি বাহির হইলে গোছল ওয়াজেব হইবে), প্রথম মতটি সত্য।'

ঐ দলের মৌলবি ছইদ বানারছি সাহেব "হেদাএতে-কুলুবেকাছিয়া" কেতাবে উপরোক্ত মতাবলম্বন করিয়াছেন।

ঐ দলের মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব 'মাছায়েলে-জরুরিয়ার' ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

"স্ত্রী সঙ্গম কালে মনি বাহির হউক, আর নাই হউক, গোছল করা ফরজ হইবে।"

৫। মৌলবি রহিমদ্দিন সাহেব 'রদ্দ্যৎ-তকলীদ' এর ১৪ পৃষ্ঠায় শূকরের চর্ম্ম, লোম ও চর্বি হারাম ও নাপাক লিখিয়াছেন।

মৌলবি এলাহি বখশ সাহেব 'দোর্র য়-মোহাম্মদী'র ১১৩/১১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, শূকর, কুকুর ও ব্যাঘ্রের চামড়া নাপাক, দাবাগাত করিলেও উহা পাক হইবে না।

মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব 'বয়কোল-মোয়াহ্হেদিন' এর ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, কুকুরের চামড়া নাপাক, দাবাগাত করিলে পাক হাইবে না।

এমাম নাবাবি সহিহ মোছলেমের প্রথম খন্ডের টিকার ১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :-

و المذهب السادس يطهر الجميع و الكلب و الخنزير
ظاهرا و باطنا و هو مذهب داؤد و اهل و الظاهر

"স্পষ্ট মত এই যে, কুকুর শূকর ও সমস্ত পশুর ভিতর ও বাহির (দাবাগাত করিলে) পাক হইবে, ইহা দাউদ ও কেয়াছ অমান্যকারি দিগের মত।"

মজহাব বিদ্বেষী নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'মেছকোল-খেতাম' এর ১/৪৫/৫৬ পৃষ্ঠায় উক্ত মতটি দলীল সঙ্গত বলিয়া দাবি করিয়াছেন কাজি শওকানি 'নয়লোল-আওতায়' গ্রন্থের ১/৬১ পৃষ্ঠায় উহা দাউদ ও কেয়াছ অমান্যকারিগণের মত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

কাজি শওকানি 'দোরারে-বাহিয়া' কেতাবের ৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

و لعاب كلب و لحم خنزير و فيما عدا ذلك خلاف
و الاصل الطهارة

"কুকুরের লালা ও শূকরের মাংস নাপাক, তদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে, (প্রত্যেক বস্তু) আসলে পাক।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, তাহার মতে কুকুরের লালা ব্যতীত উহার সর্বাঙ্গ, এমন কি মলমুত্র পর্যন্ত পাক, আর শূকরের মাংস ব্যতীত উহার চর্ব্বি, মলমূত্র পাক।"

নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব তফসিরে, ফৎহোল-বায়ানের ১/২২১ পৃষ্ঠায় লিখিযাছেন ;-

কোর-আন শরিফের স্পষ্ট এবারতে বুঝা যায় যে, শূকরের কেবল মাংস হারাম। উহার চর্ব্বি এজমাতে হারাম হইয়াছে।

তফছিরে-রুহোল-মায়ানি, ১/৩৫৭ পৃষ্ঠা ;-

"কেয়াছ অমান্যকারিগণের মতে শূকরের মাংস ব্যতীত উহার সমস্ত অংশ পাক।"

নবাব ছিদ্দিক হাছান 'মেছকোল-খেতাম' এর ১/৪৫/৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

"হাদিসে কুকুরের মুখ নাপাক হওয়া সপ্রমাণ হইল, উহার অবশিষ্ট অংশ কেয়াছে হারাম হইয়াছে। (নব্য দলের) ছোবোলোছ-ছালাম কেতাবে আছে, উহার মুখ পাক!"

উক্ত নবাব সাহেব 'রওজা-নাদিয়া'র ৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

و ان لم يرد فالبراءة الاصلية كافية

"কোরআন ও হাদিসে যাহার বিষয় উল্লিখিত হয় নাই, উহা আসলে পাক বলা যাইবে।"

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ৩০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

ولا حاجة الى ذبحه سواء يؤكل مثله فى البركالبقر ؛
الغنم اولا يؤكل كالكلب و الخنزير *

"(সামুদ্রিক সমস্ত প্রাণী হালাল), উহা জবাহ করার আবশ্যক নাই, উহার তুল্য স্থলচর পশু হালাল হউক বা নাই হউক, যেরূপ গো ও ছাগল কিম্বা কুকুর ও শূকর।"
অর্থাৎ তাহার মতে সামুদ্রিক কুকুর ও শূকর বিনা জবাহ হালাল। আরও তিনি 'মেছকোল-খেতাম' এর ১/২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

ظاهر حديث حل هر حيوان ميت كه مرد دروى اگرچه
سگ و خوک باشد ★

"হাদিসের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক জন্তু যাহা সমুদ্রে মরিয়া যায়, যদিও উহা কুকুর ও শূকর হয়, তবু হালাল হইবে।"

মৌলবি সাহেবের উপরোক্ত কথায় মর্ম্মে প্রকাশ হইতেছে যে, স্থলচর ও জলচর উভয় প্রকার কুকুর ও শূকর সমুদ্রে মরিয়া গেলে, উহা হালাল হইবে।
৬। মৌলবি এলাহি বখশ সাহেব 'দোর্রায়-মোহাম্মদী'র ৮২ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি রহিমদ্দিন সাহেব রদ্দৎ-তকলিদের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

"হজরত নবি (ছাঃ) এর পরে যে কোন নূতন কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে, উহা গোমরাহিমূলক বেদয়াত বলিয়া সাব্যস্ত হয়। মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব 'বরকোল-মোয়াহ্হেদীন' কেতাবের ৬৪/৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, সাহাবাগণের নূতন কার্য্য সুন্নত, উহা

গোমরাহি মূলক বেদয়াত নহে, তৎপরে যে সমস্ত নূতন কার্য্য সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসমস্ত গোমরাহিমূলক বেদয়াত হইবে।
এসূত্রে তাবেয়ি, তাবা-তাবেয়ি ও মোহাদ্দেছগণের নূতন আবিস্কৃত মতগুলি গোমরাহিমূলক বেদয়াত হইবে।
মৌলবি সুলতান আহমদ সাহেব 'তজকিরোল-এখওয়ান' এর ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, সাহাবা তাবেয়ি, তাবা-তাবেয়ি ও মোজতাহেদগণের নূতন আবিস্কৃত মত গোমরাহি মূলক বেদয়াত নহে, বরং সুন্নত বলিয়া গণ্য হইবে।
৭। মৌলবি ছিদ্দিক হাছান সাহেব রওজা-নাদিয়া'র ১৯/৫৯/৬৫ পৃষ্ঠায়, মেছকোল-খেতামের ১/৫৪৫ পৃষ্ঠায়, কাজিশওকানি 'এরশাদোল ফহুলে'র ৫৬/২২৬/২২৭ পৃষ্ঠায় এবং একজন তনবিরোল-আএনাএনের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, সাহাবাগণের মত, কর্ম ও ব্যবস্থা দলীল হইতে পারে না। হজরত ওমারের (রাঃ) প্রচলিত নিয়মে আবিস্কৃত তারাবিহ নবাব ছিদ্দিক হাছান ও ছোবোল লেখকের মতে বেদয়াত। মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব 'বরকোল-মোয়াহ্বেদীন' এর ৬৫/৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, সাহাবাগণের কর্ম্ম সুন্নত ও হজরত ওমারের (রাঃ) প্রবর্ত্তিত বিশ রাকায়াত তারাবিহ সুন্নত।
৮। মৌলবি বাবর আলি ও মাওলানা নজির হোসেন সাহেবদ্বয় বলিয়াছেন, বেনামাজী কাফের নহে এবং তাহার জানাজা পাঠ জায়েজ হইবে।
পক্ষান্তরে মৌলবি এফাজদ্দিন ও মৌলবি আবদুল বারি সাহেবদ্বয় বলিয়াছেন, বেনামাজী কাফের এবং তাহার জানাজা জায়েজ নহে। আহলে হাদিছ ৭ম ভাগ-১২ সংখ্যা, ৪৬৮/৪৬৯ পৃষ্ঠা, উক্ত পত্রিকা ৮ম ভাগ-১ম সংখ্যা, ৪০-৪৭ পৃষ্ঠা ও ফৎওয়ায়-নজিরিয়া,
১। ৬৩৩-৬৩৬ পৃষ্ঠা ও ৩৪৭/৩৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৯। স্ত্রীকে না বলিলে, মৌলবি আবদুল বারির মতে জেহাবের কাফ্যারা দিতে হইবে না, কিন্তু ঐ দলের মাওলনা আব্দুল মান্নান অজিরাবাদী ও মৌলবি বাবর আলির মতে জেহারের কাফ্যারা ওয়াজেব হইবে। আহলে-হাদিস ৭/১২/৪৬৬/৪৬৫।

১০। মৌলবি আবদুল বারি সাহেব তামাক নেশাকর ও হারাম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে মৌলবি মোহাম্মদ কাছেম উহা হালাল বলিয়াছেন।

প্রথমোক্ত মৌলবি সাহেব তামাকপাতা ব্যবহারকারীর পশ্চাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিয়াছেন, পক্ষান্তরে মৌলবি এফাজউদ্দিন সাহেব উহা হালাল ও তামাকপাতা ব্যবহারকারীর পশ্চাতে নামাজ পড়া জায়েজ বলিয়া দিয়াছেন। -আহলে হাদিছ ৮/১১/৫০৫-৫০৭, ৮/১১/৫৫৫ ও ৯/২/৭২ পৃষ্ঠা।

১১। মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব মাছায়েলে-জরুরুরিয়ার ৯৬ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি আবদুল বারি 'আহলে-হাদিছের' ৮/৮/৩৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কোন মোক্তাদি এমামের নামাজে দাখিল হইয়া সুরা ফাতেহা পড়িতে না পারিলে, তাহার ঐ রাকাত জায়েজ হইবে না, পক্ষান্তরে নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'মেছকোল-খেতাম' এর ২/৪০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, উক্ত রাকয়াত বোখারির হাদিস অনুসারে জায়েজ হইবে।

১২। মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব ১৩০২ সনের মুদ্রিত মাছায়েলে-জরুরিয়া'র ১১ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি মহইউদ্দিন 'ফেকহে-মোহাম্মদী'র ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করা জায়েজ নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'রওজা-নাদিয়া'র ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, উহা মকরুহ, বরং হারাম হইতেও পারে।

১৩। নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'রওজা-নাদিয়া'র ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, প্রস্রাব করিয়া ঢিল (কুলুখ) দ্বারা পরিচ্ছন্ন হওয়া

সুন্নত। মোল্লা ঝাউ 'এ'তেছামোছ-ছুন্নাত' এর ১৯/২০/২৭ পৃষ্ঠায় উহা বেদয়াত লিখিয়াছেন।

১৪। মৌলবি রহিমদ্দিন সাহেব 'রদ্দৎ-তকলিদ' এর ৩০ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব 'মাছায়েলে জরুরিয়া'র ১৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, জোমার নামাজ পাহাড়, জঙ্গল ও ময়দান প্রত্যেক স্থানে ফরজ হইবে।

মৌলবি ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'মেছকোল-খেতাম' এর ২/১১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;-

"মোসলমানদিগের চির প্রচলিত নিয়ম এই যে, জঙ্গল, ময়দান ও খিমাবাসিদিগের পক্ষে জোমা ফরজ নহে।

১৫। মৌলবি মহইউদ্দিন সাহেব 'ফেকহে-মোহাম্মদী'র ১/৬ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব 'মাছায়েলে জরুরিয়া'র ১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যদি পাঁনি পাঁচ মসকের কম হয়, তবে তাহাতে কোন নাপাক বস্ত পড়িলে, উপরোক্ত তিন গুনের কোন একটি নষ্ট হইয়া থাকুক বা নাই থাকুক, নাপাক হইয়া যাইবে। কাজি শওকানি 'দোর্রায়ে-বাহিয়া'র ৩ পৃষ্ঠায় ও নবাব ছিদ্দিক হাছান সাহেব 'ফৎহোল-মোগিছের ৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;- "পাঁচ মসক পানির কমেও কোন নাপাক বস্তু পড়িলে, যদি তাহার রঙ, গন্ধ ও স্বাদের কোন একটির ত্রুটি না হয়, তবে তাহা পাক থাকিবে।"

পাঠক, মজহাব বিদ্বেষী মৌলবি সাহেবগণ শত শত মস্‌লায় ভিন্ন ভিন্ন মত ধরিয়াছেন, তাহাদের চারি চারিটি করিয়া বারটি মজহাব আছে, প্রথম অংশে কেয়াস অমান্যকারী দাউদ, এবনে তায়মিয়া, এবনোল কাউউম ও এবনে হাজম দ্বারা চারিটি মজহাব প্রকাশ পাইয়াছে, মধ্যমাংশে কাজি শওকানি, মৌলবি ছিদ্দিক হাছান, মৌঃ নাজির হোসায়েন ও মৌঃ মহইউদ্দিন দ্বারা পৃথক পৃথক চারটি মজহাব প্রকাশ পাইয়াছে এবং শেষাংশে মৌঃ আব্বাছ আলি, মৌঃ

ফসিহউদ্দিন, মৌঃ রহিমদ্দিন ও মৌঃ এলাহি বখ্‌স দ্বারা পৃথক পৃথক চারটি চারটি মজহাব প্রকাশ পাইয়াছে, এক্ষণে মোহাম্মদী মজহাবাবলম্বিগণ নিজ দাবিতে শরিয়তকে ভাগ ভাগ করিয়া ও বহু মজহাব সৃষ্টি করিয়া গোমরাহ ও জাহান্নামি ফেরকাভূক্ত হইবেন কিনা? তাঁহারা বলেন, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিলে, জাহান্নামি হইতে হইবে, এই বেদয়াত মতে নবি করিম, সাহাবা, তাবেয়ি, এমাম বোখারি, মোসলেম, আবু দাউদ, নাছায়ী ও তেরমেজিকে জাহান্নামি বলিলেন, কেননা নবি করিম (ছাঃ) রকম রকম বলিয়াছেন যে, সাহাবা যেরূপ বুঝিতেন, সেইরূপ কর্ম্ম করিতেন, তাহা হইলে লক্ষ সাহাবারা লক্ষ মজহাব দিল, এমাম বোখারি প্রভৃতি ছয় জন হাদিস লেখক বিদ্বানের ছয়টি মজহাব ছিল।

পাঠক, তাঁহারা কিছুতেই নবি ও সাহাবাগণের পয়রবি করেন না এবং সুন্নত জামায়াত কিম্বা বেহেস্তি ফেরকা মধ্যে গণ্য হইতে পারেন না।

মোহাম্মদিদের প্রশ্নের রদ।

মোহাম্মদীগণ বলেন, কোরান শরিফে বর্ণিত আছে,-

و قليل من عبادي الشكور

"আমার (সৃষ্ট) মানবের মধ্যে কৃতজ্ঞ অতি অল্প।" আরও কোরান শরিফে আছে, -

و اكثرهم لايعقلون

"অধিকাংশ মানব অজ্ঞ আছে।" এই দুই আয়েতে প্রমাণিত হইতেছে যে, বড়দল মুসলমান বেহেস্তি ফেরকা নহেন। আরও

তাহারা বলেন, কারবালা প্রান্তরে হজরত এমাম হোসেনের (রাঃ) দল অতি কম ছিল কিন্তু এজিদের বেশী ছিল। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে যাহারা সংখ্যায় অল্প তাহারাই বেহেস্তি ফেরকা হইবেন।

উত্তর।

পাঠক, উপরোক্ত আয়ত দুইটির মৰ্ম্ম এই যে, জগদ্বাসীদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানী ও কৃতজ্ঞ অতি অল্প, অকৃতজ্ঞ ও অজ্ঞ অধিক। কেহ নক্ষত্র উপাসক, কেহ অগ্নি উপাসক, কেহ ত্রিত্ববাদী, কেহ পৌত্তলিক কেহ নাস্তিক, কেহ অংশি-বাদী ও কেহ ব্রাহ্ম, কিন্তু সত্যপথের পথিক অতি অল্প। হজরত নবির (আঃ) সময় হইতে কেয়ামত অবধি জাতির অবস্থা তদন্ত করিলে স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত হয় যে, জগদ্বাসীদের মধ্যে ইমানদারদের সংখ্যা কম এবং কুপথগামীদের সংখ্যা বেশী। মুসলমানদের অবস্থা নহে।

সহিহ বোখারি ও মোসলেম :-

و ما انتم في اهل الشرك الا كالشعر البيضاء في جلد الثور الاسود ☐

নবি করিম বলিয়াছেন, "হে মোসলমানগণ" জগতের মোসরেকদের সহিত তোমাদের তুলনা করিলে (তোমরা এত অল্প হইবে) যেরূপ একটি কাল বৃষের চৰ্ম্মের মধ্যে একটি শুক্লবর্ণ লোম'

পক্ষান্তরে নবি করিম বলিয়াছেন, মোসলেম সম্প্রদায়ের মধ্যে বেহেস্তি ফেরকার সংখ্যা বেশী হইবে।

পাঠক। মনে ভাবুন, কোন রাজার সভাসদবর্গের সংখ্যা এক

শত, তাঁহাদের মধ্যে মন্ত্রী দশ জন। রাজা কোন বিষয়ে মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন, ইহাতে ৭ জন মন্ত্রী রাজার পক্ষ সমর্থন করিলেন এবং তিনজন ভিন্নমত হইলেন। এক্ষেত্রে শত জন সভ্যদের তুলনায় ৭ জন মন্ত্রী অতি অল্প, কিন্তু তিন জন মন্ত্রীর তুলনায় ৭ জন মন্ত্রীর সংখ্যা বেশী। সেইরূপ সমস্ত মানব জাতির হিসাবে বেহেস্তি ফেরকা আতি অল্প, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে বেহেস্তি সম্প্রদায় বৃহদ্দল হইবেন, তাহা হইলে সুন্নি সম্প্রদায় বেহেস্তি হইবেন।

নবি করিমের হাদিসে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নাজি সম্প্রদায় বেহেস্তিদের অর্দ্ধেক হইবেন, তাহা মুষ্টিমেয় মোহাম্মদী দল কিরূপ বেহেস্তিদের অর্দ্ধেক হইবেন ? সুন্নি সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেহ ইহার দাবী করিতে পারবে না।

কেবল কুফা ও দামেস্কটি এজিদ পাপীর আয়ত্তাধীনে ছিল, মক্কা, মদিনা, তায়েফ, পারশ্য ও মিশর এইরূপ সমস্ত ইসলাম রাজ্যের মুসলমানগণ হজরত এমাম হোসেনের (রাঃ) পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা হইলে এজিদের দল কিরূপে বৃহৎ হইবে? যদি সপ্ত রাজ্যের রাজা নিজ্জন বনে রক্ষকশূন্য হইয়া দুইজন দস্যুর হস্তে নিহত হয়েন, তবে কি বলিতে হইবে, যে দস্যুর দল বৃহৎ ও রাজার দল ক্ষুদ্র।

নবি করিম বলিয়াছেন, জগতের সমস্ত মোছলেম সমাজের মধ্যে বেহেশতী দল বেশী হইবেন, এক্ষণে কারবালার প্রান্তরে পাপীদের দল বেশী হইবেন, কিরূপে উহারা নাজি দল হইবেন ? জগতের মুসলমানদের হিসাবে উহারা এক তিলও হইবে না।

মোহাম্মদিগের সংখ্যার সহিত জাহ্মিয়া ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের সংখ্যার তুলনা করিলে, জাহ্মিয়া দলই সংখ্যার অল্প হইবে, তাহা হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে মোহাম্মদিগণ কি উত্তর দিবেন ?

মোহাম্মদিগণ বলেন, আমারা হাদিছ মান্য করি, কেয়াস করা হারাম জানি, কিন্তু সে সময় কোন হানিফা বলেন, হাদিসে আছে বড় দল মুসলমান বেহেস্তী হইবেন, তখন মোহাম্মদিগণ হাদিস ত্যাগ করিয়া নানারূপ অসিদ্ধ কেয়াস করিতে থাকেন, কখন কারবালার কথা প্রকাশ করেন, কখন অন্য কিছু পাইয়া থাকেন, এক্ষেণে তাঁহারা হাদিসের বিরুদ্ধে কেয়াস করিয়া হারাম কার্য্য করিলেন কি না ?

-ঃ সমাপ্ত ঃ-